Contents

নবম বর্ষ

তৃতীয় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

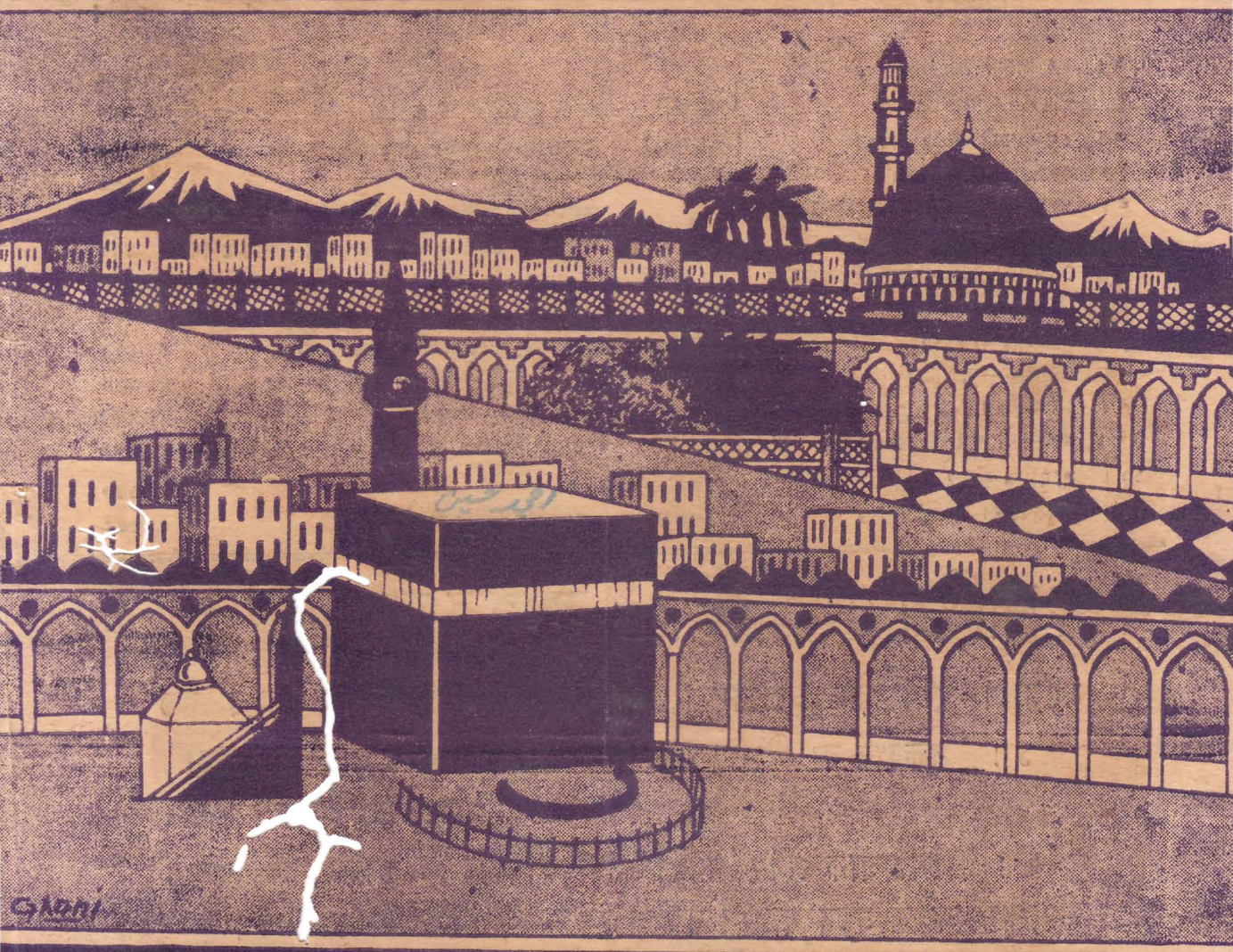

সম্পাদক

মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।৷০

বার্ষিক মূল্য নগদ ৬৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

নবম বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩৬৬ বাং   ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ১৯৬০ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	রমাযানের আবেদন			১০৫
২।	হাদীসের প্রামাণিকতা	(প্রবন্ধ)	এ, আহমদ, রিসার্চ স্কলার	১০৭
৩।	মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	১০৯
৪।	রমাযানের সংযম-সধানা		আলমুহাম্মদী	১১৩
৫।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী		মূলঃ স্যার উইলিয়ম হান্টার	
	প্রতিপক্ষের যবানী	(„)	অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী—মেছাঘোণা	১১৭
৬।	বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার গোড়াপত্তনে			
	কোরআনের দান	(প্রবন্ধ)	মোঃ মীযানুররহমান বি, এ, বি,টি	১২৩
৭।	মিসরের ইতিহাস	(ইতিহাস)	ডাঃ এম, আবদুলকাদের ডি, লিট,	১২৫
৮।	ইসলাম সমন্বয় নহে	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণী এম, এ.	১৩১
৯।	মোতাজির	(কবিতা)	এম, এ, কে, কাদেরী	১৩৫
১৪।	ইসলামী অর্থনীতির গোড়ার কথা	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী, এম, এ, রিসার্চ স্কলার	১৩৬
১১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)		১৪০
১২।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	১৪৫

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বন্টন ব্যবস্থা"

মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ" মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

বাহির হইয়াছে !   বাহির হইয়াছে !!

আলহাজ্জ মোলানা মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ জামালী পীর সাহেব ও আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ (গোল্ড মেডালিষ্ট) কৃত

মাসায়েল ও নামায শিক্ষা

অল্প সংখ্যক মুদ্রিত হইয়াছে। শীঘ্রই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। মূল্য ৫০ বার আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :-- ৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা—২।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

নবম বর্ষ	ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৬০ খৃস্টাব্দ, রামাযান ১৩৭৯ হিঃ, ফাল্গুন ১৩৬৬ বংগাব্দ	তৃতীয় সংখ্যা

প্রকাশ মহল—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

রামাযানুল মুবারক উপলক্ষে

পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের আবেদন

امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين

فيه ـ فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير *

"ওহে মানব সমাজ, আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর আর তোমাদিগকে যেসকল বস্তুতে পূর্ববর্তীগণের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে, তন্মধ্য হইতে আল্লাহর পথে দান কর! বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং আল্লাহর পথে দানের ব্রত অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের জন্য পারিতোষিক রহিয়াছে"।—আল্‌কোরআনুল আযীম, ৫৭ : ৭।

বেরাদরানে মিল্লত,

আস্‌সালামো আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু—

রামাযান শরীফ এবং আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিত্‌র উপলক্ষে পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীস আপনাদের অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

পূর্বপাকিস্তানে কোরআন ও হাদীসের পতাকাকে সমুন্নত করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া এবং রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র আমানত আল্‌-কিতাব ও আস্‌সুন্নাহর হিফাযত, প্রচার, পঠন, পাঠন ও প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্যে ব্রতী হইয়া দীর্ঘ দেড় যুগ ধরিয়া পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীস যে অক্লান্ত সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে তাহা আপনাদের সুবিদিত। প্রথম হইতেই জামাতী সংগঠন ও প্রচারকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে পুস্তক-পুস্তিকার প্রণয়ন, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের প্রকাশনা এবং মুবাল্লিগদল গঠনের ব্যবস্থা জম্‌ঈয়ত অবলম্বন করিয়াছে। তদুপরি উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তফ্‌সীর সিহাহ্‌-সিত্তা, উসুলেহাদীস ও ইস্‌লামের ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কামেলশ্রেণীর তোলাবাগণের জন্য ঢাকা শহরে গত বৎসর "মাদ্রাসাতুলহাদীস" স্থাপিত হইয়াছে এবং জম্‌ঈয়তের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। জম্‌ঈয়তের এই বহুমুখী কর্মসূচীকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করিতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহা আহ্‌লেজামাত ভ্রাতৃবৃন্দের বদান্যতার দ্বারাই মিটিয়া আসিতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের ইহাই একমাত্র বলিষ্ঠ ও সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, প্রত্যেক বৎসর রামাযান মাসের পূর্বে জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হযরতুল আল্লামা আলহাজ্জ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শী সাহেব নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার পুরাতন অম্ল পিত্তশূল ব্যধির উপর্যুপরি হামলায় অতিষ্ঠ হইয়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক বিপজ্জনক অপারেশন করাইতে বাধ্য হওয়ায় কাউন্সিল অধিবেশন এইবারে সাময়িকভাবে স্থগিত রহিয়াছে। হযরত মওলানা সাহেব আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সুস্থ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিলে ইন্‌শাআল্লাহ অধিবেশন যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবে।

ভাইসব, রামাযান শরীফে আপনারা যাকাত, সদ্‌কা ও ফিৎরা প্রভৃতির জন্য যে অর্থ আল্লাহর ওয়াস্তে বাহির করিয়া থাকেন, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কার্য উক্ত অর্থের সবচাইতে বড় হকদার। গোড়াগুড়ি হইতে এই সকল মহান কার্যের সহায়তাকল্পে জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদীস আপনাদের নিকট হইতে আপনাদের বয়তুলমালফণ্ডের সিকি অংশ দাবী করিয়া আসিতেছে।

আশা করি জামাতের এই দ্বীনী প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য আপনারা জমঈয়তের দাবী পূরণ করিতে কোনক্রমেই ত্রুটি করিবেননা। ইস্‌লামের সাহায্যকল্পে আল্লাহর মালের নির্ধারিত অংশ জমঈয়তকে অর্পণ করিয়া আপনারা অসীম সওয়াবের অধিকারী হইবেন এবং জমঈয়তকে শক্তিশালী করিয়া আপনারা স্বয়ং শক্তিমান ও বলবান হইয়া উঠিবেন।

সমুদয় টাকাকড়ি মনিঅর্ডারযোগে সদর দফতরের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং জমঈয়তের শীলমোহরযুক্ত রসীদ গ্রহণ করিয়া আদায়কারীগণের হস্তেও প্রদান করা চলিবে। সমস্ত টাকার প্রাপ্তিস্বীকার জমঈয়তের মুখপত্র তর্জুমানুলহাদীসে প্রকাশ হইয়া থাকে এবং কাউন্সিল সভায় বার্ষিক হিসাব উপস্থিত করা হয়। স্মরণ রাখিবেন, বিনা রসীদে কাহাকেও টাকাকড়ি প্রদান করিলে জমঈয়ত তজ্জন্য দায়ী হইবেনা।

আরজমন্দান

(ডক্টর) মুহাম্মদ আবদুলবারী, অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট ও ক্যাশিয়ার
(আলহজ্জ মওলানা) মুহাম্মদ হুসায়ন বাসুদেবপুরী, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট
(মওলানা) আবুল মাকারিম সা'আদ ওয়াক্কাস রহমানী ভাইস-প্রেসিডেণ্ট
(মওলানা) কবিরুদ্দীন রহমানী, ভাইস প্রেসিডেণ্ট
(মওলানা) আফতাব আহমদ রহমানী, অস্থায়ী জেনারেল সেক্রেটারী
(মওলভী) মিজানুর রহমান অফিস সেক্রেটারী
(মওলানা) মুন্‌তাছির আহমদ রহমানী, মেম্বর
(মওলানা) শামসুল হক সলফী, মেম্বর
(মওলানা) মুহাম্মদ রামাযান, মেম্বর
(মওলানা) খিলুর রহমান আনসারী, মেম্বর
(মওলানা) আবুল কাসিম রহমানী, মেম্বর
(মওলানা) মোহাম্মদ আরিফ, মেম্বর
(মওলভী) রঈসুদ্দীন আহমদ, মেম্বর
(মওলভী) মুহাম্মদ ইব্রাহীম, মেম্বর
(আলহাজ্জ মওলভী) মুহাম্মদ আকিল, মেম্বর
(আলহাজ্জ মওলভী) আনিসুদ্দীন, মেম্বর
(হাজী) আনিসুর রহমান সরদার বংশাল জমাআত

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস

www.ahlehadeethbd.org

হাদীসের প্রামাণিকতা

এ, আহমদ, রিসার্চ স্কলার

লিখনী-বিস্তার প্রসারলাভ করে খাঁ-হযরতের বিরামহীন চেষ্টার এত সব নযীর বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ কথা কি করে বলা যায় যে, তিনি Art of writing-কে বড় বিশেষ পছন্দ করতেন না।

মুসলমি শরীফের যে হাদিসটীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, আঁ-হযরত (দঃ) কোরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখ্‌তে নিষেধ করেছেন তা' যে ইসলামের অতি শৈশবকালের কথা, বিভিন্ন হাদিসদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। আমরা উপরে এমন কয়েকটী হাদিসের উল্লেখ করেছি যাতে আঁ-হযরত (দঃ)হাদিস লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছেন বলে উল্লিখিত হয়েছে। আবু শাহকে আঁ-হযরত হাদিস লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন মক্কা বিজয়ের বৎসর। বলাবাহুল্য, এটা আঁ-হযরতের জীবনের শেষের দিকের ঘটনা। অতএব "না-লিখার" আদেশটী যে "মনসুখ" (Abrogated) তা' নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। সাহাবাগণের মধ্যে হাদিসের শ্রেষ্ঠ রেকর্ড-কিপার আবদুল্লাহ বিন আমর বিন-আল-আস সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবাগণ তাঁর হাদিস লিখে রাখার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি কিছুদিনের জন্য এ কাজ হ'তে বিরত থাকেন। অতঃপর এ সংবাদ আঁ-হযরতের গোচরীভূত হলে তিনি তাঁকে হাদিস লিখে রাখার আদেশ দেন।

হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে হাসান বিন আমর নামক জনৈক তাবেয়ীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হুরায়রার নিকট হইতে একটী হাদীস শ্রবণ করতঃ উহা প্রচার করতে আরম্ভ করলে আবু হুরায়রা উক্ত তাবেয়ীর নিকট সে হাদীস বর্ণনা করার কথা অস্বীকার করে বসলেন। এতদশ্রবণে আমর তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললে, "হুযুর আমি এ হাদীস আপনার নিকট হতেই শ্রবণ করেছি অন্য কারও নিকট শ্রবণ করিনি"। আবু হুরায়রা বললেন, "আচ্ছা বেশ, তুমি যদি এহাদীস আমার নিকট শ্রবণ করে থাক তবে তা' আমার দফতরে নিশ্চয় লিখা থাকবে।" অনন্তর আবু হুরায়রা আমরের হস্ত ধারণপূর্বক তাঁকে স্বীয় গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন এবং যেসব পুস্তকে তিনি রসুলুল্লাহর হাদীস লিখে রেখেছিলেন তা' ঘাঁট্‌তে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত একখানি পুস্তকে উক্ত হাদীসটি লিখিত আছে দেখতে পেয়ে বল্লেন, "আমি ত' তোমাকে পূর্বেই বলেছিলাম, যদি আমি সে হাদীস বর্ণনা করে থাকি তা হলে তা' নিশ্চয় আমার বইয়ে লিখা রয়েছে।"

এখানে একটী সন্দেহের অপনোদন করে দেওয়া একান্ত অপরিহার্য বলে মনে করি। তা'হল এই যে, পূর্বে বুখারীর একটি হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, আবু হুরায়রা প্রায়শঃ একথা বল্‌তেন যে, যদি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আলআস হাদীস লিপিবদ্ধ করে না রাখতেন তবে তিনিই ইসলাম জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস বর্ণনাকারী হতে পারতেন। বুখারীর এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে যে, আবুহুরায়রা হাদীস লিখ্‌তেন-না। কিন্তু মুসতাদরাকের যে হাদীসটি আমরা সবেমাত্র উল্লেখ করলাম তাতে দেখা যাচ্ছে যে আবুহুরায়রার নিকট একখানা নয় বরং একাধিক বই ছিল যাতে আঁ-হযরতের হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল। বাহ্যদৃষ্টে এদুটী হাদীস পরস্পর বিরোধী বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু একটী চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায় যে এতে কোন বিরোধই নাই। কারণ আবুহুরায়রা নিজে লিখ্‌তে জান্‌তেননা। তাই তিনি বলেছেন যে, "আমি নিজে (স্বহস্তে) হাদীস লিখ্‌তামনা।" আর যেসব বই তাঁর কাছে ছিল সেগুলি তিনি অন্যলোক দ্বারা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। কেহ কেহ হাদীস দুটীর মধ্যে সামঞ্জস্য করার জন্য একথাও বলেছেন যে, আবুহুরায়রা রসুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশাতে কোন হাদীস লিখেননি। এরই উল্লেখ করা হয়েছে বুখারীর হাদীসে। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর আবুহুরায়রা সব হাদীসকে লিখিয়ে নিয়েছিলেন যার উল্লেখ করা হয়েছে হাকিমের মুসতাদরাক নামক গ্রন্থে।

www.ahlehadeethbd.org

কেহ কেহ বলেছেন যে, হাদিস লিখার নিষেধাজ্ঞাটী ব্যাপক ছিল না বরং উহা ঐসব লোকের জন্য ছিল যারা ভালভাবে লিখ্‌তে জানত না। আবার কেহ একথাও বলেছেন যে, হাদীস লিখার নিষেধাজ্ঞাটীর অর্থ এই ছিল যে কোরআন ও হাদীস একই বস্তুর উপরে লিখিওনা কারণ এতে করে অদূর ভবিষ্যতে কোনটী আল্লাহর আর কোনটী রসূলের বাণী তা বোঝা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাড়াবে।

ইমামুল মুহাদ্দেসীন ইমাম বুখারী বলেন, মুসলিম শরীফের হাদীসটীতে হাদীস লিখে রাখার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে তা আসলে নির্দোষ নয়। প্রকৃতপক্ষে নিষেধাজ্ঞাটী আবু সাঈদ খুদরী সাহাবীর—আঁ-হযরতের (দঃ) নয়।

হাদিস লিপিবদ্ধ করা যে আদৌ নিষিদ্ধ ছিলনা তা' নিম্নলিখিত ঘটনাটীর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। ঘটনাটী হল এই :—

একদা হযরত উমর তাঁর খেলাফতের সময় মদীনার সমস্ত সাহাবীগণকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি আঁ-হযরতের সমস্ত হাদিস সংকলন করে লিপিবদ্ধ করতে চাই। আপনাদের মতামত কি"? সকলে বল্‌লেন, "শুভ। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মহৎ কাজ। এতে আমাদের কারও দ্বিমত নেই"। অতঃপর হযরত উমর দীর্ঘ একমাস ধরে এর উপায় উদ্ভাবনের জন্য গভীর চিন্তা করতে থাকেন। অবশেষে এই বলে কাজটিকে মুলতবী রাখলেন যে, "হাদিস সংকলনপূর্বক পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করলে মানুষ কোরআনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে হাদিসের প্রতি ঝুঁকে পড়বে"।

ঘটনাটী একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে এখানে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সহজেই ধরা পড়ে :—

ক) হযরত উমর হাদিস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার সংকল্প করেছিলেন।

খ) হযরত উমর সাহাবাগণের নিকট হাদিস লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাব করলে উহা উৎসাহ সহকারে সমর্থিত ও অভিনন্দিত হয়।

গ) পাছে লোকেরা কোরআনের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে এ অজুহাতে হযরত উমর তাঁর অভিলাষ কার্যে পরিণত করেননি।

এখন আমাদের বক্তব্য হল এই যে, হাদিস লিপিবদ্ধ করা যদি আদৌ বৈধ না হত তবে হযরত উমর এ অবৈধ কাজের সংকল্প কি করে করেছিলেন আর সাহাবাগণই বা কি করে তাঁকে এ নাজায়েয কাজ করার জন্য উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করেছিলেন? অতঃপর যখন তিনি তাঁর সংকল্প পরিহার করলেন তখন লোকদের অমনোযোগীতার অজুহাত না দিয়ে সোজাসুজি বল্‌তে পারতেন যে আঁ-হযরত একাজ থেকে নিষেধ করেছিলেন। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, হাদিস লিপিবদ্ধ করা সাহাবাগণের যুগে নিষিদ্ধ বলে আদৌ বিবেচিত হতনা।

আমাদের উপরে বর্ণিত প্রমাণাদি দেখেই হাদিস-শাস্ত্রের ইউরোপীয় সমালোচকগণ স্বীকার করেছেন যে, হাদিস আঁ হযরতের যুগেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এসম্বন্ধে ডাঃ স্প্রেংগার তাঁর Life of Muhammad নামক পুস্তকে যা লিখেছেন আমরা নিম্নে তার অনুবাদ করে দিলাম।

"সাধারণতঃ এ বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে, হিজরী সনের প্রথম শতাব্দীতে হাদিস সংরক্ষণের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল উহা মুখস্থ রাখা। ইউরোপের সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ভুল বশতঃ এ ধারণা পোষণ করেন যে, বুখারীতে যেসব হাদিস উল্লিখিত হয়েছে তা' ইমাম বুখারীর পূর্বে আর কেউ লিপিবদ্ধ করেননি। এ ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর এবং অন্যান্য সাহাবাগণ হাদিস লিপিবদ্ধ করে রাখ্‌তেন"। Life of Muhd. p. (66—67)

Goldziher লিখেছেন :—

"হাদিসশাস্ত্রের "মতন্" শব্দটী বা "ইস্‌নাদ" এর প্রতিকূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভুল ধারণা নিরসনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে মুসলমানগণ উহাকে (হাদিসকে) লিপিবদ্ধ করে রাখা অবৈধ মনে করতেন এবং তাঁরা উহাকে শুধু মুখস্থই করে রাখতেন। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, হাদিস লিপিবদ্ধ করা উহার সংরক্ষণের একটী অতি প্রাচীনতম পন্থা"। Muh. Stu. vol. ii p. 8—9.

উপরে বর্ণিত আমাদের দলিল প্রমাণাদি, আশাকরি। ঐ সব লোকের ভুল ভাংগতে যথেষ্ট হবে যারা রসূলুল্লাহর যুগে হাদিস লিপিবদ্ধ না হওয়ার অজুহাতে উহাকে বিশ্বস্ত ও প্রামাণিক বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

(বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ)

—মুস্‌তাফেজুর আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

৬৪) জননী আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জনৈক স্ত্রীকে (অযূ করার-পর) চুম্বন অঙ্কিত করিলেন। অতঃপর নমাযের জন্য গমন করিলেন কিন্তু তিনি পুনরায় অযূ করিলেননা।—আহমদ, ইমাম বুখারী এই হাদীসকে যয়ীফ বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلوة ولم يتوضاء ـ

৬৫) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যদি তোমাদের কেহ পেটের গোলমালের জন্য বায়ু নির্গত হইয়াছে কিনা এবিষয়ে সন্দিহান হইয়া পড়ে তাহাহইলে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শব্দ শ্রবণ না করে অথবা কোন দুর্গন্ধপ্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যেন মসজিদ পরিত্যাগ নাকরে। (অর্থাৎ অযূ করার উদ্দেশ্যে মসজিদের বাহিরে নাযায়)—মুসলিম।

اذا وجد احدكم فى بطنه شياء فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ـ

৬৬) তলক বিন্ আলী (রাযিঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি (রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিয়া) বলিল আমি কিংবা কোন পুরুষ যদি নমাযে স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাহাহইলে তাহাকে পুনরায় অযূ করিতে হইবে কি? রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না উহা ত' তোমার শরীরেরই অঙ্গ বিশেষ। —সুনন ও আহমদ।

قال رجل مسست ذكرى او قال الرجل يمس ذكره فى الصلوة اعليه وضوء فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا هو بضعة منك

৬৭) বুছরা বিন্‌তে সফ্‌ওয়ান (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যেব্যক্তি স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিবে তাহাকে অযূ করিতেই হইবে।—সুনন ও আহমদ।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ ـ

তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ইমাম বুখারীও ইহাকে এই অধ্যায়ের বিশুদ্ধতম হাদীস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১]।

৬৮) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, (নমায সমাধা-কালে) যাহার বমি, নাসিকা হইতে রক্তপাত, বমন, মযী এবং প্রভৃতি উপস্থিত হয় তাহার জন্য উচিত যে, নমায পরিত্যাগ করতঃ অযূ করে এবং ইতিমধ্যে কথাবার্তা না বলিয়া থাকিলে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সেই নমায পূর্ণ করে।—ইবনে মাজাহ, আহমদ প্রভৃতি ইহাকে দুর্বল বলিয়াছেন।

من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلواته وهو فى ذلك لا يتكلم ـ

---

১) ইমাম বুখারী, তিরমিযী ও ইবনে হিব্বানের মতে যেহেতু বুছরা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধতম। সুতরাং তলক বিন আলীর বর্ণিত হাদীসটি ইহার সমতুল্য না হওয়ায় উক্ত হাদীসদ্বয়ে কোন তাআরোয হইবেনা। উপরন্তু তাবরানী কর্তৃক তলক বিন আলী প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে অযূ করিতে হইবে। কিন্তু যদি হাদীসদ্বয়কে সমপর্যায়ের সাকার করা যায় তাহাহইলে উহাতে সমীকরণ পদ্ধতি এইরূপ হইবে যে, কাপড়ের উপরে স্পর্শ করিলে অযূ ভঙ্গ হইবেনা যেমন তলকের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিনা কাপড়ে স্পর্শ করিলে অযূ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ইহাই সঠিক মত।—আহমদ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৬৯) হযরত জাবের বিন্ ছামুরা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, জনৈক ব্যক্তি হযরতকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বকরীর গোশ্ত ভক্ষন করিলে অযূ করিতে হইবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর। সে জিজ্ঞাসা করিল, উষ্ট্রের গোশ্ত ভক্ষন করিলে অযূ করিতে হইবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন হাঁ।—মুস্লিম।

ان رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ من لحوم الابل قال نعم -

৭০) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, যেব্যক্তি মৃতকে গোছল করিবে তাহাকে গোছল করিতে হইবে আর যেব্যক্তি উহাকে বহন করিবে তাহাকে অযূ করিতে হইবে।—আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী। তিরমিযী ইহাকে হাসান বলিয়াছেন, ইমাম আহমদ বলিয়াছেন, এই সম্বন্ধে কোন বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয় নাই।

من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ -

৭১) হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু বকর (রাযিঃ) বলিয়াছেন, যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমর বিন হযমের জন্য যে নির্দেশ নামা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইহাও ছিল যে, অযূ ব্যতীত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন স্পর্শ করা চলিবেনা। ইমাম মালেক ইহাকে মুর্সলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু ইমাম নাসায়ী ও ইবনে হিকান ইহাকে মওসুল (মিলিত ভাবে) রেওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু ইবনে হজর এই হাদীসকে দোষি বলিয়াছেন।

ان فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر -

৭২) জননী আয়েশা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) সর্বক্ষণই আল্লাহর স্মরণ করিতেন।—মুসলিম, ইমাম বুখারী ইহাকে মোআল্লকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه -

৭৩) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) বলিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) সিঙ্গা লাগানের পর অযূ না করিয়াই নমায সমাধা করিতেন।—দারকুত্নী, তিনি ইহাকে অতি দুর্বল বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ -

৭৪) হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন, চক্ষুযুগল গুহ্যদ্বারের বন্ধনী স্বরূপ যখন চক্ষুযুগল নিদ্রিত হইয়া পড়ে তখন উহা ঢিলা হইয়া যায়। (আর বায়ু নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়া থাকে)। —আহমদ। তাবরানীর বর্ণনাতে আছে, যে ব্যক্তি নিদ্রা যায় তাহাকে অযূ করিতেই হইবে। আবুদাউদ শরীফে এই বর্দ্ধিতাংশ হযরত আলীর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু উহাতে "বন্ধন ঢিলা হইয়া যায়" শব্দটি নাই কিন্তু উভয় সূত্রই দুর্বল। আবুদাউদ কর্তৃক ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) বাচনিক মরফু' ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যেব্যক্তি সটান হইয়া শয়ন করতঃ নিদ্রা যাইবে তাহার প্রতি পুনরায় অযূ করা আবশ্যকীয় হইবে। কিন্তু ইহার সূত্রেও দুর্বলতা রহিয়াছে।

وكاء السه فاذا نامت العينان استطلق الوكاء - من نام فليتوضأ

৭৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন তোমরা নমাযে দাঁড়াইলে তোমাদের, কোন একজনের নিকট শয়তান আগমন করতঃ তাহার মলদ্বারে ফুৎকার করে যাহাতে সে তাহার বায়ু নির্গত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার বায়ু নির্গত হয় নাই। দেখ, যদি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাহইলে যতক্ষণ পর্যন্ত বায়ুর

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يأتى احدكم الشيطان فى الصلوة فينفخ فى مقعدته فيخيل اليه احدث ولم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শব্দ অথবা দুর্গন্ধ অনুভব না করে ততক্ষণ নমায পরিত্যাগ করা উচিত হইবেনা। (অর্থাৎ এরূপ সন্দেহে অযূ ভঙ্গ হয়না)।—বয্যার। বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ বিন যয়দের প্রমুখাৎ এই মর্মের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, মুসলিম শরীফেও আবুহুরায়রা কর্তৃক এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে এবং হাকিমে আবুদাউদ খুদরীর বাচনিক মরফূ' সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তোমাদের কোন ব্যক্তির নিকট শয়তান উপস্থিত হইয়া যদি বলে যে, তোমার বায়ু নির্গত হইয়াছে তবে তাহার বলা উচিত যে, তুমি মিথ্যাবাদী। ইবনে হিব্বানের সূত্রে "মনে মনে বলিবে" এরূপ শব্দ বর্ণিত হইয়াছে।

اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك قداحدثت فليقل انك كذبت -

সপ্তম পরিচ্ছেদ :

পেশাব ও পায়খানা করিবার নিয়মাবলী

১৬) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন পায়খানায় প্রবেশ করিতেন তখন স্বীয় আংটি খুলিয়া রাখিতেন।—সুনন, হাদীসটি দুর্বল।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه -

১৭) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) পায়খানায় প্রবেশকালে এই দোআ পাঠ করিতেন: হে আল্লাহ, দুষ্ট-প্রকৃতি জিন্নাত নর-নারীর অনিষ্ট হইতে আমি তোমার আশ্রয় কামনা করিতেছি।—আহমদ ও সিহাহ-সিত্তা।

اللهم انى اعوذبك من الخبث والخبائث -

১৮) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) পায়খানায় প্রবেশ করিতেন এবং আমি ও অপর একজন বালকসহ পানির পাত্র ও হযরতের (দঃ) লাঠি বহন করিতাম। অতঃপর হযরত (দঃ) উক্ত পানি দ্বারা শৌচকার্য করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوى اداوة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء —

১৯) হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে পানির পাত্রটি রাখিতে নির্দেশ দিয়া চলিতে লাগিলেন; এমন কি আমার নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি (দঃ) মলত্যাগ করিলেন।—বুখারী ও মুসলিম।

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى توارى عنى فقضى حاجته -

৮০) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, দেখ, তোমরা দুইপ্রকার অভিশপ্ত কর্ম হইতে বিরত থাকিও। লোকের সাধারণ গমনাগমন পথিমধ্যে মলত্যাগ (২) এবং এরূপ ছায়ায় মলত্যাগ যেখানে সাধারণতঃ জনগণ উপবেশন করতঃ বিশ্রাম করিয়া থাকে।

اتقوا اللاعنين الذى يتخلى فى طريق الناس او فى ظلهم —

আবুদাউদ কর্তৃক হযরত মাআযের সূত্রে পানি গ্রহণের ঘাটে "প্রশ্রাব পায়খানা" করার কথাও বর্ণিত হইয়াছে—বর্ণনাটি এইরূপ "তিনপ্রকার অভিশাপ হইতে বিরত থাক: ঘাটে, সাধারণ পথিমধ্যে এবং ছায়ায় মলত্যাগ হইতে। আহমদের সূত্রে ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে এরূপ পানির সন্নিকটে যেখানে লোকের সমাগম ঘটিয়া থাকে। শেষোদ্ধৃত হাদীস দুইটিই যয়ীফ।—তাবরানী স্বীয় গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ দুর্বল সূত্রে ফলযুক্ত বৃক্ষতলে এবং স্রোতস্বিনীর পার্শ্বস্থ ঘাটে মলত্যাগের নিষিদ্ধতা রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

اتقوا الملاعن الثلاثة - البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل —

اوقبع ماء -

৮১) হযরত জাবের (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যদি দুইজন লোক একত্রিত মলত্যাগে উপবেশন করে তাহাহইলে প্রত্যেকের অপর হইতে পর্দা করা উচিত এবং তাহারা পরস্পরে সেই অবস্থায় কথাবার্তা

اذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যেন না করে। কারণ ইহাতে আল্লাহ পরম অসন্তুষ্ট হন।—ইবনুস্‌সকন ও ইবনে কাত্তান ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৮২) হযরত আবুকাতাদার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, দেখ, তোমাদের কেহ যেন প্রস্রাবকালীন স্বীয় লজ্জাস্থান দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করেনা এবং মলত্যাগের পর দক্ষিণ হস্তে যেন মছাহ্ করেনা এবং পানীয় গ্রহণকালে পাত্রে যেন ফুৎকার করেনা।—বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিমের।

لا يمس احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلا بيمينه ولا يتنفس فى الاناء

৮৩) হযরত সলমান (রাযিঃ) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে প্রস্রাব ও মলত্যাগ কালে কেবলার (কাবা-গৃহের) দিকে মুখ করিতে, দক্ষিণ হস্তে শৌচকার্য করিতে, তিনটি প্রস্তরের কম সংখ্যায় ইস্তিন্‌জা করিতে এবং শুষ্ক গোবর আর হাড় দ্বারা ছেঁচনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।—মুসলিম।

لقد نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجى باليمين او ان نستنجى باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجى برجيع او عظم

হযরত আবু আইয়ুবের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, দেখ, তোমরা প্রস্রাব ও পায়খানা করিবার সময় কেবলাকে সম্মুখে করিওনা এবং পশ্চাতেও করিওনা কিন্তু মগ্‌রিব ও মশ্‌রিকের দিকে মুখ ও পীঠ করিয়া বসিও[১]।

لا تستقبوا القبلة بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا

৮৪) জননী আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি পায়খানা করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে পর্দার আড়ালে থাকিয়াই করা উচিত।—আবুদাউদ।

من اتى الغائط فليستتر

৮৫) হযরত আয়েশা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন মলত্যাগের পর পায়খানা হইতে বহির্গত হইতেন তখন বলিতেন "গুফ্‌রানাকা" হেআল্লাহ আমি তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি।—সুনন ও আহ্‌মদ, ইমাম আবু হাতিম ও ইমাম হাকিম এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا خرج من الغائط قال غفرانك

৮৬। হযরত আবদুল্লাহ বিন মস্‌উদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) মলত্যাগের ইচ্ছা করতঃ আমাকে তিনটি প্রস্তর খণ্ড আনয়ন করিতে নির্দেশ দিলেন আমি দুইটি প্রস্তর পাইলাম কিন্তু তৃতীয়টি পাইলাম না বরং উহার পরিবর্তে একখণ্ড শুষ্ক গোবর নিয়া হাযির হইলাম। হযরত প্রস্তরখণ্ডদ্বয় গ্রহণ করিলেন এবং গোবরখণ্ডটি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, উহা অপবিত্র।—বুখারী, আহমদ। দারকুত্‌নী গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত পুনরায় গোবরের পরিবর্তে অপর প্রস্তরখণ্ড আনয়ন করিতে নির্দেশ দিলেন।

اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الغائط فامرنى ان آتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثة فاتيته بروثة فاخذ هما والقى الروثة وقال انها ركس

৮৭) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক

১) (ক) প্রকাশ থাকে যে, যেহেতু মদীনানগরী কেবলার উত্তরে অবস্থিত সেইহেতু হযরত মদীনাবাসীকে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বসিয়া প্রস্রাব ও মলত্যাগের নির্দেশ দিয়াছেন। কেবলার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দেশের অধিবাসীদের জন্য এই নির্দেশই প্রতিপালনীয়; কিন্তু যেসমস্ত দেশ কেবলার পূর্ব-পশ্চিম দিকে অবস্থিত সেইস্থানের অধিবাসীদের প্রতি ইহা প্রযোজ্য হইবেনা বরং তাহাদিগকে পূর্ব পশ্চিম দিকের পরিবর্তে উত্তর-দক্ষিণ দিকে বসিয়া প্রস্রাব অথবা মলত্যাগ করিতে হইবে।

(খ) অবহিত হওয়া আবশ্যক যে, যেহেতু উল্লিখিত নিষিদ্ধতার তাৎপর্য হইতেছে কেবলার সম্মান احترام القبلة এবং যেহেতু এই সম্মান খোলা ও দেওয়াল পরিবেষ্টিত উভয় স্থানেই অভিন্ন সেইহেতু উভয় স্থানেই প্রস্রাব ও পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন উচিত নহে। খোলা ও দেওয়ালবেষ্টিত স্থানে পার্থক্য করাও সঠিক নহে বলিয়া আমরা মনে করি।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

রামাযানের সংযম-সাধনা

আলমুহাম্মদী

বিশ্বপ্রভুর অফুরন্ত করুণারাশি, ক্ষমা ও মুক্তির ভাণ্ডার বিতরণের শুভ পয়গাম এবং আত্মশুদ্ধি ও সংযমের আহ্বান বহন করে বিশ্বমুসলিমের দ্বারে পুনরায় আগমন করেছে রামাযানের পবিত্র ও মহিমান্বিত মাস। চান্দ্রমাসের মধ্যে এ মাসের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সর্বদিক থেকে অনেক বেশী। রামাযান আসলে 'রময' ধাতু থেকে গৃহীত যার অন্যতম অর্থই হচ্ছে বিদগ্ধ করা বা জ্বালাইয়া দেওয়া। এ মাসের কৃচ্ছ্রসাধনায় বা রোযার সংযম ব্রতে সিদ্ধিলাভ কারীদের পাপরাশি বিদগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়ে থাকে তাই এর নামকরণ করা হয়েছে "রামাযান"। রামাযানের বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, পবিত্র মহাগ্রন্থ আলকুরআনে বার মাসের উল্লেখ থাকলেও রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসের নাম উল্লেখিত হয়নি। স্বয়ং আল্লাহ পাক বলেছেন, রামাযানের পবিত্র شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن - মাস যাতে আলকুরআনের অবতরণ সংঘটিত হয়েছে। এ পবিত্র আয়ত দ্বারা রামাযানের নামকরণ ও বৈশিষ্ট উত্তরই প্রতিপন্ন হচ্ছে।

রামাযানের দিবসে রোযাকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে আর উহার নৈশভাগে তারাবীহকে নফল ইবাদতে পরিণত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, হে বিশ্বাস পরা-

---

বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) হাড় এবং গোবর দ্বারা শৌচকার্য করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, উক্ত বস্তুদ্বয় দ্বারা পবিত্রতা লাভ হয়না।—দারকুত্নী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لايطهران'

৮৮) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দেখ, তোমরা সর্বদা প্রস্রাব হইতে সতর্ক থাকিবে। কারণ কবরের অধিকাংশ আযাব ইহার জন্যই দেওয়া হইবে।—দারকুত্নী, হাকিমের সূত্রে "কবরের অধিক শাস্তি প্রস্রাবের জন্য হইবে" শব্দ বর্ণিত হইয়াছে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه -

৮৯) হযরত সুরাকা বিন মালেকের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে পায়খানা করিবার এইরূপ নিয়ম শিক্ষা দিয়াছেন যে, আমরা যেন বাম পায়ে ভর করিয়া এবং ডান পা দাঁড় করিয়া বসি।

علمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى'

—বয়হকী দুর্বল সূত্রে।

৯০) ঈসা বিন ইয়াযদাদ স্বীয় পিতার মারফত বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ প্রস্রাব করে তখন স্বীয় পুরুষাঙ্গ তিনবার ঝাকাইয়া লইবে।—ইবনে মাজা দুর্বল সনদে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات'

৯১) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) কুবাবাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, তোমরা এরূপ কি আমল করিয়া থাক যাহার জন্য আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করিয়াছেন। তাহারা বলিল, আমরা পায়খানা করার পর প্রস্তরখণ্ড দ্বারা মাছাহ করতঃ পুনরায় পানিদ্বারা শৌচকার্য করিয়া থাকি।—বয্যার দুর্বল সনদে। আবুদাউদ ও তিরমিযীতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা প্রস্তরের উল্লেখ বিহীন আবুহুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত রেওয়াতকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سأل اهل قبا فقال ان الله يثنى عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

রণ সমাজ তোমাদের পূর্ববর্ত্তীগণের ন্যায় তোমাদের প্রতি রমযানের রোযা বা কৃচ্ছ্রসাধনাকে বিধিবদ্ধ বা ফরয করা হয়েছে যাতে তোমরা শুদ্ধাচারী এবং সংযত জীবনযাপনকারী হতে পার। ২:১৮৩।

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون -

রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করেছেন, দেখ, মানবমণ্ডলী একটি মহান মাস তোমাদের কাছে আসন্ন প্রায়। বরকতপূর্ণ এ মাস। এ মাসে এমন একটি রজনী রয়েছে যা সহস্রমাসের চাইতেও উৎকৃষ্ট। আল্লাহ এ মাসে রোযাকে ফরয আর নৈশ-নমাযকে পুণ্যবর্দ্ধক করেছেন।

ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا -

রোযার আবশ্যকতা

একথা অনস্বীকার্য যে, মানবচরিত্রে দেবত্ব ও পশুত্বের এক অভিনব সংমিশ্রন রয়েছে। তন্মধ্যে দেবত্বের প্রাধান্য অর্জিত হলে মানুষ স্বর্গীয় দূতের চাইতেও উন্নত আসনের অধিকারী হয়ে থাকে এমনকি তাদের সিজ্দা লাভের অধিকারও তার জন্মে। পক্ষান্তরে পশুত্বের বিকাশ লাভে সেই উন্নত মানবসন্তান পশুর চেয়েও অধঃপতিত ও নিকৃষ্ট হতে বাধ্য হয়। অতএব মানবচরিত্রকে পশুত্বমুক্ত করে দেবত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য মানুষের মুজাহাদা বা সাধনার প্রয়োজন রয়েছে তাই মু'মিনের আত্মশুদ্ধির দ্বারা তার দেবত্বকে উন্নত করার জন্যই রোযার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। আর সত্য বলিতে গেলে মানব প্রবৃত্তিগুলিকে বশীভূত করার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তার নামই হচ্ছে সিয়াম বা রোযা। মানুষ তার কুপ্রবৃত্তিগুলিকে বশীভূত করতে পারলেই পূর্ণ দেবত্বের পুণ্য ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

মানবদেহের প্রবৃত্তিগুলির উন্মেষ এবং মানবদেহকে কর্মক্ষম করে তোলার জন্য যেমন আহার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, অধিকমাত্রায় ভুরিভোজনে দেহ ভারাক্রান্ত ও অকর্মন্য হয়ে পড়ে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। বৎসরের সুদীর্ঘ এগার মাস ধরে ভুরিভোজন করতে করতে মানব চরিত্রে যখন পশুত্বের প্রাধান্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, আধ্যাত্মিকতা নির্মম ভাবে কুণ্ঠিত ও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায় তখনই আবশ্যক হয় রামাযানের সংযম সাধনার।

মানবপ্রবৃত্তিগুলি যাতে সম্পূর্ণরূপে মরে না যায় সেজন্য রামাযান মাসে ইফ্তারী ও নৈশভোজেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কিছু আহার গ্রহণ না করেই একাধারে কয়েকদিন রোযা পালন করা ইস্লামে নিষিদ্ধ হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, দেখ, মুসলিম সমাজ, নৈশভোজন বা সেহ্রী ভক্ষণ করে রোযাব্রত পালন কর, এতে বরকত নিহিত রয়েছে।

تسحروا فان فى السحور بركة

হযরত (দঃ) আরও বলেছেন যে, আমাদের রোযাব্রত আর আহলে কেতাবদের উপবাসে মূলতঃ পার্থক্য হচ্ছে প্রভাতী ভক্ষন[১]। ইমাম মুসলিম স্বীয় বিশুদ্ধ গ্রন্থে হযরত আমর বিন আসের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করেছেন যে, ইফতার গ্রহণে ত্বরান্বিত হওয়া অর্থাৎ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ইফতার গ্রহণ করাকে আল্লাহর রসূল (দঃ) মুসলিম জাতির বৈশিষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন[২]।

فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر -

কামরিপুর প্রমত্ততা ও যৌনক্ষুধার চরিতার্থতা মানব সন্তানকে পশুত্বের চরম স্তরে টেনে নিয়ে যায় সত্য কিন্তু মানবের বংশরক্ষা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলার জন্য যৌনক্ষুধার নিবৃত্তির আবশ্যকতা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রামাযানের দিবাভাগে আহার ও পানীয় গ্রহণ নিষিদ্ধ হলেও সূর্যাস্তের পর উহার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত দিন রোযা রাখার পর সমস্ত রাত্রি পানাহার ও যৌনক্ষুধার নিবৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে রামাযানের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করা আদৌ উচিত হইবেনা।

রামাযানের কৃচ্ছ্রসাধনা বা রোযাব্রত মানবের আত্মশুদ্ধি লাভ করে শুদ্ধাচারী হওয়ার ঔষধরূপে আল-

১) মুসলিম।
২) নাসায়ী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুরআনে ও রসূলুল্লার (দঃ) হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে আর এতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, ঔষধ যতই উপকারী হউক না কেন উহা ব্যবহার না করলে উহার উপকারীতা লাভ করা কখনও সম্ভবপর হয়না। ঢাল সম্মুখে রেখে দিলেই দুশমনের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়না যতক্ষণ না উহা হস্তে ধারণ করতঃ দুশমনের আক্রমণ প্রতিহত করার কার্যে ব্যবহার করা যায়।

আল্লাহর রসূল (দঃ) রোযাকে-বুখারীর সূত্রে-ঢাল স্বরূপ বলে ইর্শাদ করেছেন।

সিয়ামের তাৎপর্য

আভিধানিক সূত্রে সর্বপ্রকার বিরতিকে সিয়াম বলা হয়ে থাকে কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় বিশেষ ধরণের বিরতিকেই সিয়াম বলা হয়। নিছক উপবাস কিংবা আহারাদি, বাক্য ও মৈথুন থেকে বিরত থাকাকেই সিয়াম বলা যেতে পারেনা বরং আভিধানিক অর্থের সঙ্গে শরীঅত কর্তৃক কতিপয় বিষয়কে সংযোজিত করা হয়েছে মাত্র। পবিত্র কুরআনে উহাতে আত্মশুদ্ধির সম্ভাব্য উপায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে আর রসূলুল্লাহ (দঃ) উহাকে ঢাল স্বরূপ বলেছেন। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির পথে যেসকল দ্রব্যাদি বিঘ্ন সৃষ্টি করে বা করতে পারে সেসমস্ত থেকে আত্ম-রক্ষা নিবন্ধন সিয়ামের ব্যবস্থা অপরিহার্য।

সিয়ামের মর্যাদা

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবুহুরায়রার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, সিয়াম ঢালস্বরূপ। সিয়াম পালনকালে অশ্লীলতা ও মূর্খতা পরিহার করা আবশ্যক। কোন ব্যক্তি রোযাদারের সঙ্গে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হলে অথবা তাকে গালি দিলে তার জন্য এ বলেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত যে, আমি আজ সংযমের সাধক। আল্লাহর শপথ, সিয়াম পালনকারীর মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মৃগনাভির ঘ্রাণের চাইতেও উত্তম। আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার জন্য আহার পানীয় ও যৌনক্ষুধাকে নিবৃত্তির বাসনা পরিত্যাগ করে। অতএব সিয়াম আমার জন্য আর আমি স্বয়ং উহার পারিতোষিক প্রদান করব। প্রত্যেক সৎকার্যের দশগুণ অধিক পুরস্কার প্রদত্ত হবে[১]।

صيام جنة فلا يرفث ولا يجهل فان امرء قاتله او شاتمه فليقل انى صائم والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلى الصيام لى وانا اجزى به والحسنة بعشر امثالها —

বয়হকী হযরত আবদুল্লা বিন আমরের বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, রোযা এবং আলকুরআন (প্রলয় দিবসে) রোযাদারীর জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে, রোযা বলবে প্রভুহে, দিবাভাগে আমি একে পানাহার ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে বিরত রেখেছি। অতএব আজ তার জন্য আমার সুপারিশ গ্রহণ করে তাকে ক্ষমা কর। আলকুরআন বলবে, হে প্রভু; নৈশকালে আমার পঠনে ব্যস্ত থাকায় সে নিদ্রা পরিহার করেছে আজ তার সম্বন্ধে আমার সুপারিশ শ্রবণ করুন। অতঃপর উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।[২]

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اى رب انى منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه فيشفعان —

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হযরত আবুহুরায়রার বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, রমযান আরম্ভ হলেই শয়তান ও দুষ্ট জিনকে জিঞ্জিরাবদ্ধ আর নরকের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। মাস শেষ নাহওয়া পর্যন্ত ইহার একটিও উদ্ঘাটিত হয়না। পক্ষান্তরে বেহেশ্তের দ্বারগুলি উদ্ঘাটিত হয়ে যায় উহার একটিও আর রুদ্ধ করা হয়না। পক্ষান্তরে ইহা অহরাত্রি বিঘোষিত হতে থাকে যে, সদাচারী ও পুণ্যের অন্বেষণকারীগণ অগ্রসর হও আর অসদাচারীরদল নিবৃত থাক ও পাপ পরিহার করে চল। রমযানের পবিত্র মাস সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা এরূপই হয়ে থাকে[৩]।

صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادى منادٍ يا باغى الخير اقبل ويا باغى الشر اقصر،

১) বুখারী (১) ২৫৬ পৃঃ।
২) মিশকাৎ (১) ১৭৩ পৃঃ।
৩) তিরমিযী ৮৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

উপরোল্লিখিত হাদিসের মর্ম পাঠান্তে সকলের মনে এ প্রশ্নের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক যে, পার্থিব জগতে মানবের পরস্পরের বিবাদ, বিসম্বাদ ও কলহের মূলে রয়েছে শয়তানের প্ররোচনা আর শয়তানই যখন শৃংখলিত ও জিঞ্জিরাবদ্ধ হয়ে যায় তখন পবিত্র রমাযান মাসে বিবাদ, কলহ ও খুনখারাবী সংঘটিত হয় কেন?

অবহিত হওয়া আবশ্যক যে, শয়তান দুই প্রকার (ক) ইবলীসের বংশদ্ভূত শয়তান আর (খ) মানবরূপী শয়তান। আলোচ্য হাদীসে ইবলীসী শয়তানগণের জিঞ্জিরাবদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মানবরূপী শয়তানগুলিকে আবদ্ধ করা হয়না। ফলে পৃথিবীতে তাদের দ্বারাই সমুদয় ফেৎনা, ফসাদ, খুনখারাবী ও পাপবৃত্তি সংঘটিত হয়ে থাকে।

তারাবীর নমায :—

রামাযানুলমুবারকের নৈশইবাদতের জন্য বিশ্বমুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করে হযরত বলেছেন, যারা পুণ্যলাভের আশায় রামাযানের রজনীতে ইবাদতে লিপ্ত থাকবে তাদের পূর্বেকার সমুদয়

من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه -

পাপ মার্জিত হয়ে যাবে।[১]

তারাবীহর নমায সুন্নতে মোআক্কাদা—অবশ্য পালনীয় নফল। রসুলুল্লাহ (দঃ) তিন কিংবা পাঁচ রজনীতে জমাআতের সঙ্গে উহা সমাধা করেছেন আর অবশিষ্ট রজনীতে সহচরবৃন্দের উৎপাত সত্বেও তিনি জমাআতে উপস্থিত হননি। কারণ স্বরূপ তিনি ইর্শাদ করেছেন যে, সর্বদা জমাআত করলে উহা বিধিবদ্ধ বা ফরয হয়ে যাবে আর তাঁর উম্মত সেটা বহন করতে পারবেনা। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে হযরত উমরের যুগে যথারীতি উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব সমুদয় মুসলমানের সর্ববাদী সম্মত মতকে পরিহার করা উচিত নয়।

রসুলুল্লাহ (দঃ) সর্বদা ৮ রাকাআত তারাবীহ বিতিরসহ এগার রাকাআত সমাধা করেছেন। ইহাকে প্রকৃত সুন্নত মনে করে নফল হিসাবে অধিক সংখ্যাও সমাধা করা যেতে পারে।

রোযার বিধিনিষেধ :—

রামাযানের দিবাভাগে যথাসম্ভব আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকা উচিত। রসুলুল্লাহ বলেছেন, রামাযান মাসে তোমরা চারিটি বিষয়ে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য সর্বদা সাধনা করবে। তন্মধ্যে দুটি বস্তুর অভ্যাসের জন্য তোমরা প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে অর্থাৎ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর "আস্তাগফিরুল্লাহ"—এ বাক্যদ্বয় বপ করবে। আর দুটি বিষয়ের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে—বেহেশ্তের কামনা আর অন্যটি হচ্ছে নরকের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন যেব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যাচার পরিত্যাগ করেনি, তার পানাহার পরিত্যাগ করার কোনই সার্থকতা নেই।

পরনিন্দা পরিহার না করলেও রোযার কোন সার্থকতা নেই। রসুলুল্লাহ (দঃ) পরনিন্দাকারীনী দু'জন রোযাদার মহিলা সম্বন্ধে বলেছেন: এ দুজন আল্লাহর বৈধদ্রব্যাদি হতে বিরত রয়েছে বটে কিন্তু যা আল্লাহ তাদের প্রতি অবৈধ করেছেন তদ্বারা তারা ইফতার করে ফেলেছে অর্থাৎ তাদের একজন অপরের কাছে বসে দুজনে মিলে লোকের (নিন্দাজনিত) গোশ্ত ভক্ষন করছিল[২]।

ان هاتان صامتا عما احل الله لهما وافطرتا على ماحرم الله عليهما - جلست احداهما الى الاخرى فجعلتا تاكلان من لحوم الناس -

অতএব মিথ্যা, পরনিন্দা, দিবসে স্ত্রী-সঙ্গম, ইচ্ছাকৃত পানাহার, চিৎকার, গালাগালি এবং অশ্লীলবাক্য ব্যয়ে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে মেছওয়াক করলে, রোযাকালে গোসল, ভুলবশতঃ পানাহার এবং সুরমা ও শিঙ্গা ব্যবহারে রোযার কোন ক্ষতি সাধন হয়না।

ফলকথা, রোযাদারকে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত হয়ে যথাসম্ভব সংযতভাবে সর্বপ্রকার কুকথা, কুআচার ও অশ্লীলতা বর্জন করে এ পবিত্র মাস অতিবাহিত করতে হবে তবেই রামাযানের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব হবে এবং রামাযানের ঈপ্সিত করুণা ও মাগফেরাত প্রাপ্ত হতে সক্ষম হবে। রামাযান সহানুভূতি এবং দানশীলতার মাস। পারস্পরিক সহানুভূতি, দান-দক্ষিণা ও সহযোগিতা দ্বারা এ মাসকে সার্থক করে তুলতে হবে তবেই এ পবিত্র মাসের আগমন দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভবপর।

কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশানুসারে পূর্ণ একটি মাস ব্যাপী পানাহার, যৌনসম্ভোগ ও নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রিত করলে, পরনিন্দা ও মিথ্যাচার হতে স্বীয় রসনাকে বিরত রাখলে, রাত্রি জাগরণ করে নমায ও তেলাওয়াত করতঃ একটি মাস সাধনা করতে পারলে আত্মার মলিনতা বিদূরিত হয়ে স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবেই।

আল্লাহ পাক বিশ্ব মুসলিমের এ সাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। আমীন!

১) মোআত্তা ৪০ পৃঃ : মুসলিম ২৫৯ পৃঃ।

২) মিশকাৎ ১৭৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি গভীর পুরাতন ষড়যন্ত্র

(১৮)

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহমদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাটনার কেন্দ্রীয় প্রচার-সমিতি হইতে এই ধরনের অসংখ্য বিষাক্ত পুস্তক-পুস্তিকা দেশময় ছড়ান হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে অগণিত ভ্রমণশীল প্রচারকদের দ্বারা ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া বিদ্রোহপ্রবণ মুসলমান সাধারণকে ক্ষেপাইয়া তোলা হইয়াছিল। ইহাছাড়া আরও যে একটি উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল সেটি আরও মারাত্মক। প্রথম হইতে খলিফাবৃন্দ প্রচারকদিগকে এই মর্ম্মে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, যেসমস্ত গ্রামে মুরিদের সংখ্যা বেশী হইবে সেই সমস্ত স্থানে গ্রামবাসীদের মতামত লইয়া এক একটি গ্রাম্য মুজাহিদ সমিতি গঠন করিয়া সংগঠনকে শক্তিশালী করিতে হইবে। বলাবাহুল্য, এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হইয়া বাংলার অসংখ্য গ্রামে পাটনার কেন্দ্রীয় সমিতির শাখা সমিতিসমূহ গঠিত হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত শাখা সমিতি নিয়মিতভাবে পাটনার কেন্দ্রীয় সমিতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সমস্ত গ্রাম্য সমিতিই সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ ছিল। কারণ তাহারাই রংরুট ও অর্থসংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছে। বলাবাহুল্য, এই সমস্ত গ্রাম্য সমিতির কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য জেলার সদরে এক একটি জেলা সমিতিও স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭০ সালে যখন বাংলার দুইটি জেলার জেলা কেন্দ্রীয় সমিতিদ্বয়ের বিরুদ্ধে সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা উহাদের নেতাদিগকে মোকদ্দমায় সোপর্দ্দ করিয়া বিচারান্তে তাহাদের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রদত্ত এবং তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় তখন সেই মোকদ্দমার সাক্ষীদিগের মুখে যেসমস্ত ব্যাপক ও গভীর ষড়যন্ত্রের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা যেকোন শক্তিমান শাসকগোষ্ঠির পক্ষেও ভীতিপ্রদ'। এতৎসংশ্লিষ্টে একজন হাজত বাসকারীর জবানবন্দী উপস্থিত করিতেছি।

"প্রায় ৩০ বৎসর হইতে চলিল, খলিফাগণের একজন দেশব্যাপী প্রচার উদ্দেশ্যে দক্ষিণবঙ্গের মালদহ জেলায় উপস্থিত হয়েন। তাঁহার নাম মওলানা আবদুররহমান এবং তিনি লক্ষ্ণৌ নিবাসী। মওলানা বেলায়েত আলী তাঁহাকে খেলাফতের সনদ দিয়া প্রেরণ করেন। (মোগল আমলে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা লইয়া একটী সুবা বাংলা গঠিত হইয়াছিল। বৃটিশ আমলে যতদিন সেই সুবা বহাল ছিল, ততদিন বিহারের দক্ষিণ ভাগ হইতে দক্ষিণ বাংলা গণনা করা হইত। এই জন্য স্যার হাণ্টার মালদহকে দক্ষিণ বঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—অনুবাদক) তিনি স্থানীয় পরিবেশকে প্রচারের অনুকূল পাইয়া একটী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া প্রচার আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ কয়েক বৎসর কাল তিনি স্কুল মাষ্টারের জীবন অবলম্বন করেন এবং সেই সময় গ্রামের জনৈক জমিদার স্বীয় কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন। গ্রামের ছোট বড় ভুস্বামী ও কৃষকগণ আপনাপন পুত্রকন্যাদিগকে তাঁহার স্কুলে প্রেরণ করায় ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র তাঁহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইভাবে জেলায় একজন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী শ্রেষ্ঠ জমিদারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হওয়ার পর তিনি একান্ত উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে এবং নির্ভীকভাবে প্রকাশ্যতঃ বিদ্রোহ প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। এইভাবে তিনি জেহাদ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংগঠনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতি বৎসর লোক ও অর্থ সংগ্রহ পূর্বক পাটনার কেন্দ্রীয় সমিতির নিকট প্রেরণ করিতেছিলেন। তিনি যেসমস্ত লোককে জেহাদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে এক একজন অতি সাধারণ গ্রাম্য কৃষকও ছিল। সে যেমন ছিল চালাক চতুর তেমনি ছিল উৎসাহি ও কর্ম্ম-পটু। আদায় কৃত অর্থের এক চতুর্থাংশ আদায়কারীর প্রাপ্য স্বরূপ নির্দিষ্ট ছিল। এই ব্যক্তি বেশী চাঁদা আদায় করিত বলিয়া উহার চারিভাগের এক ভাগ যাহা তাহার প্রাপ্য ছিল উহার পরিমাণ ছিল প্রচুর। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই সে একজন স্বচ্ছল অবস্থার গণ্যমান্য লোক হইয়া উঠিল। কয়েক বৎসরকাল সে বিনা বাধায় স্বীয় কার্য চালাইয়া যাওয়ার পর ১৮৫৩ সালে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেয় এবং তাহার গৃহ তল্লাশী করিয়া ভীষণ ষড়যন্ত্রমূলক পত্রাদি পাওয়া যায়। অল্পদিন পূর্বে পাঞ্জাবে যে বিদ্রোহের তৎপরতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার গৃহে প্রাপ্ত পত্রাদি হইতে উহার সহিত তাহার যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। (১৮৫২ সালে বিদ্রোহীরা চতুর্থ সংখ্যক নিউ-ইনফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল)। সুতরাং জেলার কেন্দ্রীয় সমিতির বিদ্রোহী দলের নেতাকে গ্রেফ-তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইল। কিন্তু যেহেতু আমরা প্রথম অপরাধের জন্য কাহারও প্রতি কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করিতে চাহিনা, সেইহেতু কিছুদিন পরে তাহাকে মৌখিক ভাবে তিরস্কার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু একবার গ্রেফতার হইয়া হাজত বাস করিয়া চিহ্নিত হওয়ার দরুণ তাহার পক্ষে বিদ্রোহ উস্কানী দান অথবা সে জন্য রংরূট ও অর্থ সংগ্রহের কাজ জারী রাখা সুবিধাজনক না হওয়ায় সে স্বীয় পুত্রের স্কন্ধে সেই দায়িত্ব অর্পণ করিল। পুত্রটি এই কাজে নিজেকে পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী প্রতিপন্ন করিয়া, যে ম্যাজি-ষ্ট্রেট তাহার পিতাকে মুক্তি দিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ জেহাদের জন্য লোক ও অর্থ সংগ্রহের জন্য পূর্ণোদ্যমে মাতিয়া উঠিল। জেলা কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে তাহার কাজে কোন প্রকার বাধা জন্মান হইলনা। (এই ব্যক্তির নাম মালদানিবাসী মওলবী আমীরুদ্দীন) বলাবাহুল্য, এরূপ অবস্থায় ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রায় ক্ষেত্রে পাদ্রী অগষ্টাসের ন্যায় ক্ষমানীতি অবলম্বন করিতে অভ্যস্ত। সুতরাং জেহাদী দল ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের আবরণের অন্তরালে থাকিয়া পূর্ণোদ্যমের সহিত বিদ্রোহের আয়োজনে মাতিয়া রহিল। মালদহ জেলায় কিরূপ ব্যাপক আকারে বিদ্রোহের জাল বিস্তৃত হইয়াছিল, ১৮৬৫ সালের পাটনার রাজনৈতিক মোক-দ্দমার মধ্য দিয়া তাহা পরিষ্কার ভাবে জানা গিয়াছে। যাহাকে একবার ধরিয়া সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল তিনিও লোক ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া সীমা-ন্তের বিদ্রোহী ক্যাম্পে পাঠাইতেছিলেন এবং তৎকর্তৃক নিযুক্ত প্রচারকগণ গ্রামে গ্রামে গিয়া প্রকাশ্য ভাবে জনসাধারণের মনে বিদ্রোহের উস্কানী দিতেছিল। ১৮৬৮ সালে যখন মওলবী আমীরুদ্দীন স্বীয় কার্যে সাহায্যের জন্য পাটনার খলিফার পুত্রকে আহ্বান করেন সেই সময় তাঁহার উপর গঙ্গানদীর ব-দ্বীপের সহিত সং-যুক্ত তিনটি জেলার সংগঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। (মালদহের সম্পূর্ণ এবং মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহি জেলার কতকাংশ) এই ব্যক্তি সীমান্তের বিদ্রোহী ক্যাম্পে কত লোক সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিল উহার সম্পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর না হইলেও মাত্র একটী বিদ্রোহী ক্যাম্পের সংখ্যা তত্ত্ব হইতে উহার কিছুটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। উল্লিখিত ক্যাম্পটিতে যে ৪৩০ জন সশস্ত্র বিদ্রোহী অবস্থিতি করিতেছিল তন্মধ্যে শতকরা দশ জন ছিল এই মওলবী আমীরুদ্দীন কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রেরিত রংরূট।

জেহাদ তহবিলে টাকা পয়সা সংগ্রহ সংক্রান্ত ব্যাপারটী ছিল একান্তভাবে সুশৃঙ্খলিত। জেলা সমি-তির অধীনস্থ গ্রামসমূহকে কতিপয় আর্থিক কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য এক একজন দায়িত্বপূর্ণ লোক নিযুক্ত করা হইত এবং সেই ব্যক্তি তাহার এলাকাস্থিত গ্রামসমূহের প্রতিটি গ্রামের জন্য এক একজন কর্ম্মী নিযুক্ত করিত। গ্রাম্য কর্মীগণ আদায়কৃত অর্থ জেলা কেন্দ্রীয় অধিকর্তার নিকট প্রেরণ এবং তাহার অধীনস্থ কর্মীদের নিকট হইতে পুঙ্খানু-পুঙ্খ ভাবে টাকা পয়সার হিসাব লইতেন। এই ভাবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতি কেন্দ্র হইতে সংগৃহীত অর্থ জেলার কেন্দ্রীয় নেতার নিকট প্রেরিত হইত। নীতিগত ভাবে লোক ও অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক গ্রামে এক একজন কর্মী নিযুক্তির ব্যবস্থা থাকিলেও জনবহুল বড় বড় গ্রামের জন্য একাধিক কর্মীও নিযুক্ত হইত। তন্মধ্যে একজনের পদের নাম ছিল এমাম। তাহার কাজ ছিল গ্রামবাসীগণকে নামাজের তালিম দিয়া পাঁচ ওয়াক্ত জমায়াতের সহিত নামাজ আদা করিতে বাধ্য করা এবং চাঁদা আদায় করা। দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজ ছিল গ্রামবাসীদিগের সাংসারিক ও পারিবারিক খবরাখবর রাখা এবং তাহাদের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদের সম্ভাবনা দেখা দিলে তাহা আপোষে মিটাইয়া দেওয়া, ইহার উপাধি ছিল দুন্‌য়াবী এমাম অর্থাৎ সাংসারিক ব্যপারসমূহের পরিদর্শক ও নির্বাহক।তৃতীয় ব্যক্তির কাজ ছিল, ষড়যন্ত্রমূলক চিঠিপত্র রচনা ও আদান প্রদান এবং জেহাদফাণ্ডের জন্য নানাস্থান হইতে সংগৃহীত টাকা পয়সা এবং রংরূট যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া। আবশ্যক ক্ষেত্রে তাহাকে সাংকেতিক ভাষায় চিঠিপত্র রচনা করিতে হইত। এই তৃতীয় ব্যক্তির উপাধি ছিল সীয়াছি এমাম, অর্থাৎ রাজনৈতিক গ্রাম্য নেতা।

জেহাদ ফাণ্ডে অর্থ সংগ্রহের চারিটি পন্থা ছিল। প্রথম জাকাত। প্রতি চন্দ্র বৎসরে প্রত্যেক স্বচ্ছল অবস্থার মুসলমানের পক্ষে নগদ টাকা, সোনা, চাঁদী, গহনা, ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল এবং গৃহপালিত গরু ছাগল, উষ্ট্রাদির একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী হইলে উহাদের একটি অংশ জাকাত স্বরূপ অবশ্য দেওয়া সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। নগদ টাকায় শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে জাকাত ধার্য করা রহিয়াছে। নগদ টাকায় যেব্যক্তির বাৎসরিক আয়, ব্যয়ের উপর ৫২ তোলার অধিক জমা হয়, উহারই উপর শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে জাকাত ধার্য হইয়া থাকে। জেহাদ আন্দোলনের প্রথম ভাগে এই জাকাতের আয়ের উপর সমস্ত কিছু নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু পরে পাটনার খলিফা (বেলায়েত আলী) সীমান্তস্থিত মুজাহিদ ক্যাম্প পরিদর্শনান্তর যখন অনুভব করিলেন যে, মাত্র জাকাতের আয়ের উপর দীর্ঘ দিন এই আন্দোলন জিয়াইয়া রাখা যাইবেনা, তখন তিনি ফিৎরা, যাহা একান্ত ভাবে দরিদ্রদিগের প্রাপ্য তাহাকেও তিনি দরিদ্রদিগের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া জেহাদ ফাণ্ডের প্রাপ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এতদ্ব্যতীত ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি তিনি আরও একটি ট্যাক্স ধার্য করিয়াছিলেন, উহার নাম ছিল মুষ্টিভিক্ষা। উহার পদ্ধতি এইরূপ :— প্রত্যেক মুসলমান পরিবার প্রতিদিনকার খাদ্য প্রস্তুতির সময় পরিবারের যে কয়জন লোকের খাদ্য প্রস্তুতের জন্য চাউল লওয়া হইত নির্দিষ্ট চাউল হইতে মাথা প্রতি এক এক মুষ্টি করিয়া চাউল লইয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হইত এবং উহা প্রতি শুক্রবারে গ্রাম্য মস্‌জিদের এমাম ও চাঁদা আদায়কারী যিনি, তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত। এইভাবে যে প্রচুর চাউল সংগৃহীত হইত সে সমস্তই জেহাদ ফাণ্ডে প্রেরিত হইত। প্রত্যেক মুসলমান এই ধর্মীয় চাঁদা দানে বাধ্য ছিল। এই সকল ব্যবস্থা ছাড়াও সাময়িক দান ইত্যাদি আরও নানাবিধ উপায়ে জেহাদ ফাণ্ডে টাকা পয়সা সংগৃহীত হইতেছিল। বিচক্ষণ খলিফা যেসমস্ত চরিত্রনিষ্ঠ, বিদ্বান, ত্যাগপরায়ণ এবং বাগ্মী প্রচারক নিযুক্ত করিয়া দেশের চতুর্দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাদের প্রাণোন্মাদনকারী বক্তৃতার ফলে একদিকে যেমন দলে-দলে যুবকগণ জেহাদীদলে ভর্তি হইয়াছে, তেমনি আর একদিকে নারী পুরুষ নির্বিশেষে মুসলমান সাধারণ জেহাদ ফাণ্ডে চাঁদা দিবার জন্য এরূপ মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, নির্দিষ্ট জাকাত, ফিৎরা ও মুষ্টি ভিক্ষা ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে অনেকে যথাসর্বস্ব দান করিয়াছে এবং সমাজের স্ত্রীলোকগণ আত্মভোলার অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া আপনাপন অঙ্গের মণিমাণিক্য খচিত মূল্যবান গহনা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্ণ ও চাঁদী নির্মিত গহনাদি খুলিয়া দিয়াছে। দলের মধ্যে কুনীতি পরায়ণ লোভী লোক ছিল বলিয়া কখনও কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়নাই। সুতরাং যাহার দ্বারা যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছে, সে তাহা একান্তই নিষ্ঠাপূর্ণ ইমানদারীর সহিত যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তত্রাচ কোথায়ও কোন অনিয়ম ও অমিতাচার ঘটিতেছে কিনা, উহা তদারক করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। স্বয়ং খলিফা সাহেব বৎস-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রের মধ্যে অন্ততঃ একবার ঈদের সময় সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ পূর্বক সমস্ত ব্যাপারের অনুসন্ধান লইতেন। তিনি যেসময় যে জেলায় ভ্রমণ করিতেন, সেই সময় সেই জেলার কেন্দ্রীয় ও উপকেন্দ্রীয় সমিতির পরিচালকবর্গকেও তাঁহার সহিত গমন করিতে হইত এবং তিনি প্রতিটি গ্রামে গিয়া স্থানীয় কর্মীদের সম্মুখে গ্রামিকদিগের নিকট তাহাদের প্রদত্ত জাকাত ও ফিতরা ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান লইতেন। সেই অনুসন্ধানে যাহাদের নিকট যাহা কিছু বাকী রহিয়াছে তাহা আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন।

বাংলার প্রত্যেক জেলার কেন্দ্র স্থলে এই প্রকার শক্তিশালী জেলা-কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমি যে দুর্ভাগ্য ব্যক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতে চাহিতেছি—সেও তাহাদেরই একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল। যে সমস্ত বিদ্রোহ প্রচারক বঙ্গদেশ হইতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে যাতায়াত করিতে পথিমধ্যে তাহাদের বিশ্রামের জন্য বহু নিরাপদ ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছিল। কোন বিদ্রোহীর পক্ষে সেই সমস্ত ঘাঁটিতে বিশ্রাম না করিয়া উপায়ান্তর ছিলনা। এমনকি প্রধান খলিফাদ্বয় (বেলায়েত আলী ও মকসুদ আলী) যখন এমাম সাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হওয়ার জন্য সীমান্তে গমন করেন তখন তাঁহারাও সেই সমস্ত ঘাটিতে বিশ্রাম উপভোগ করিয়াছিলেন। এবং বিদ্রোহী দলের বর্তমান নেতৃবৃন্দের মধ্যেও একব্যক্তি (মওলানা ফৈয়াজ আলী) সীমান্ত স্থিত বিদ্রোহী ক্যাম্পে গমন কালে ঐ ঘাটিতে অবস্থিতি পূর্বক ঘাটি পরিচালকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এটি একটি বিশেষ ঘাটি, এজন্য বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় সর্দারগণের অনেকে এমন কি পাটনার কেন্দ্রীয় দারুল এশায়ার নেতাও তাঁহার অতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রামটী প্রথমভাগে জেলার সদর এবং থানা-চৌকি হইতে দূরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু কালচক্র যেন বিদ্রোহীদের সুবিধার্থে এমন এক ধ্বংস-লীলা চালাইয়া দিল যে, গঙ্গা নদী তাহার দক্ষিণ ভাগের গ্রাম, নগর ও জনপদ সমূহ এরূপ ভীষণ ভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিল যে, গঙ্গা নদী নগরের কূল দিয়া প্রবাহিত ছিল তাহা বহুদূরে চলিয়া গেল এবং দক্ষিণ ভাগ যেমন গ্রাস করিল তেমনি বামভাগে চর পড়িয়া বিস্তৃত নূতন জমিপত্তন হইল। বলাবাহুল্য, বাস্তুচ্যুত বিদ্রোহী বাসীন্দাগণ এই নূতন জমিতে গিয়া বসতী স্থাপন পূর্বক পূর্ণোদ্যম সহকারে বিদ্রোহের সংগঠনে মাতিয়া উঠিল। এইভাবে সমগ্র দেশব্যাপী যে গভীর ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হইয়াছিল উহার খোঁজ খবর লইয়া দমন করা একটী বিদেশী গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কিরূপ কঠিন কাজ তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিগত সাত বৎসর কাল বিদ্রোহীদিগকে ধরিবার জন্য চেষ্টা-চরিত্র চালাইয়া বিভিন্ন সময়ে যে বহু সংখ্যক লোককে দলে দলে গ্রেফতার পূর্বক বিভিন্ন বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড প্রয়োগ করিয়া আন্দামান দ্বীপে দ্বীপান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, সীমান্তের প্রত্যেকটি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজ্যাভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন জেলার দূর অঞ্চলসমূহ হইতে যাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া দণ্ডিত করা হইয়াছে তাহাদের প্রকৃত সংখ্যা ও অপরাধের ফিরিস্তি উল্লেখ করা অথবা বর্তমান মোকদ্দমায় যাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া কতককে দণ্ডিত করা হইয়াছে এবং যেসমস্ত দুর্ভাগ্য এখনও দণ্ড গ্রহণের অপেক্ষায় হাজত বাস করিতেছে, নানাবিধ কারণে তাহাদের প্রকৃত সংখ্যা ও অপরাধের পরিচয় দান করা সম্ভবপর হইতেছেনা। কারণ এই সমস্ত মোকদ্দমায় সাক্ষীদিগের নিকট হইতে যে ধরনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা ধৃত ও অধৃত উভয় দলের প্রতি প্রযোজ্য। বাংলায় এই পুরাতন ষড়যন্ত্রের ভিত্তির উপর ভারতে যেসমস্ত রাজনৈতিক মোকদ্দমা সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাহা বাস্তবিকই এক অভিনব ও বিস্ময়কর বস্তু। সুতরাং অতীত ও বর্তমানের রাজনৈতিক মোকদ্দমাসমূহের সাক্ষীদিগের নিকট হইতে ষড়যন্ত্রের যেসমস্ত বিস্তৃত তথ্য জানা গিয়াছে, সেই সমস্তকে কাজে না লাগাইয়া বাংলার এই ব্যাপক ষড়যন্ত্রের কিনারা করা কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারেনা। এই জন্য উহার বিস্তৃত বিবরণ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিৎ হইবেনা মনে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া একান্ত সতর্কতার সহিত এমন এক দুর্ভাগ্য ব্যক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেছি, আইন যাহাকে এখনও অপরাধী সাব্যস্ত না করায় তাহাকে হাজত বাস করিতে হইতেছে।

বিগত বৎসর একটী ভারতীয় রেজিমেণ্টের কতিপয় সৈনিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের অপরাধের জন্য অনুসন্ধান চালাইয়া যে মোকদ্দমা খাড়া করা হইয়াছিল উহার সহিত দুনিয়ার অপর কোন বিদ্রোহী তৎপরতার তুলনা করা যাইতে পারেনা। কারণ-সেইটি ছিল আমাদের সামরিক বিভাগের সহিত এক সর্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের গুরুতর অপরাধ। উহার ফলে আমাদিগকে এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, সেই ষড়যন্ত্রের ভিত্তির উপর ১৯৬৩-৬৪ সনের ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা সৃষ্টি হইয়াছিল। আম্বালার সেসন জজ স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ড বিংশতটী শুনানীর পর এই ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার রায় প্রদান করেন। এই মোকদ্দমায় বৃটিশ ভারতেই একাদশ জন মুসলমান প্রজাকে বিদ্রোহের অপরাধে গ্রেফতার করিয়া মোকদ্দমায় সপোর্দ করা হয়। তাহাদের মধ্যে মুসলমান সমাজের সকল স্তরের লোক ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ছিলেন বিখ্যাত বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন। একজন ছিল সামরিক বিভাগের ঠিকাদার। আর একজন ছিল সৈনিক বিভাগে গোস্ত সরবরাহকারী কসাই। একজন আদালতের আর্জ্জি লেখক, একজন সৈনিক, একজন ভ্রাম্যমাণ প্রচারক, আর একজন তাহার খাদেম এবং শেষ ব্যক্তি ছিল একজন নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষক। আসামীদিগকে সুবিচার প্রাপ্তির পক্ষে সর্বপ্রকার আইন সম্মত সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং একজন ইংরাজ আইনজ্ঞ তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাহাদের ছয়জন স্বদেশবাসীকে মোকদ্দমায় এসেসর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিচারান্তে তাহাদের আট জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং অবশিষ্ট তিন ব্যক্তির প্রতি ফাঁসী দণ্ড প্রযুক্ত হইয়াছিল।

ভারতের উত্তরাঞ্চলে যেসমস্ত লোক বাস করে যেমন তাহারা নানা বর্ণ ও আকৃতি, জাতি ও উপজাতি এবং সম্প্রদায়ে বিভক্ত তেমনি তাহাদের ভাষাও বিভিন্ন। সুতরাং বাংলার আর্দ্র জলবায়ুতে জন্মগ্রহণকারী বাঙ্গালীদের দৈহিক গঠন ও বর্ণে যে পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে কোন বাঙ্গালীর পক্ষে উত্তর ভারতে গিয়া আত্মপরিচয় গোপন করিয়া বসবাস করা সম্ভবপর হইতে পারেনা। একজন ইটালী বাসীর পক্ষে লণ্ডনে গিয়া ইংরাজ পরিচয়ে আত্মগোপন করা সম্ভবপর হইতে পারে বটে কিন্তু কোন বাঙ্গালীর পক্ষে যে পেশোওয়ারে গিয়া পাঞ্জাবী পরিচয়ে আত্মগোপন সম্ভবপর হইতে পারেনা ১৮৫৮ সালের সীমান্ত-যুদ্ধে তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে সীমান্তস্থিত মুজাহিদ বাহিনীতে যে সমস্ত বাঙ্গালী মুসলমান থাকিয়া বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল, যুদ্ধের সময় তাহারা বাঙ্গালী কি পাঠান তাহা চিনিতে পারা যায়নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধান্তে শত্রুপক্ষের হতাহত ও বন্দী সৈনিকদিগের মধ্য হইতে বাঙ্গালীদিগকে চিনিতে বেগ পাইতে হয়নাই। যুদ্ধান্তে বৃটিশ বাহিনীস্থিত অনিয়মিত ভারতীয় সৈনিকদিগকে বিদায় দিবার সময় তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে একান্তই যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হয় তাহাদিগকে অশ্বারোহী পুলিশ দলে ভর্তি করা হয়। ইহাদের মধ্যে জনৈক পাঞ্জাবী মুসলমান ছিল। (ইহার নাম খাজেন খাঁ)

এই ব্যক্তি স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতির বলে অতিশীঘ্র আম্বালার নিকটবর্তী একটি জেলায় সার্জেণ্টের পদে উন্নীত হয়। (কর্ণাল জেলা) ১৮৬৩ সালের মে মাসে একদা প্রাতঃকালে যেযখন প্রাতঃকালীন টহল দান কাজে নিযুক্ত ছিল সেই সময় চারিজন অপরিচিত লোক তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তাহাদের ক্ষুদ্রাকৃতি, কাল বর্ণ ও চিবুকস্থিত সামান্য শ্মশ্রু দেখিয়া ১৮৫৮ সালের যুদ্ধে হতাহত ও ধৃত বাঙ্গালী বিদ্রোহীদের স্মৃতি তাহার স্মরণে আসিয়া যায় এবং সে তাহাদের সঙ্গে সমবেদনার সুরে কথাবার্তা আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তাহারা যে মুলকাস্থিত বিদ্রোহী ছাউনীর গুপ্তচর স্বরূপ লোক ও অর্থ সংগ্রহের জন্য বাংলায় যাইতেছে তাহা সে জানিতে পারে।

পরিচয়লাভের পর সেই দৃঢ়বাহু সার্জেণ্ট তাহাদের চারি জনকেই গ্রেফতার করে। তাহারা মুসলমান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাই হিসাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য তাহার নিকট অনেক অনুনয় বিনয় জানাইল এবং অবশেষে দাবী মোতাবিক অর্থ দিতে চাহিয়া উহার যে সহজ উপায় তাহাদের সম্মুখে বিদ্যমান ছিল তাহাও জানাইল। ঘটনাস্থলের নিকটেই থানেশ্বরের বাজারে জাফর নামক যে প্রসিদ্ধ আরজী লেখক আছে তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া দিতে পারে বলিয়া জানাইল। কিন্তু সেই পুরাতন বিশ্বস্ত সিপাহী তাহাতে রাজি না হইয়া তাহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট যদি সেই চারিজন বাঙ্গালীকে হাজতে প্রেরণের আদেশ দিতেন, তাহাহইলে যে তাহাদের দ্বারা এক ভীষণ ও ব্যাপক ষড়যন্ত্রের গুপ্ত তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইত এবং মুজাহিদ বাহিনী আমাদের বদরুকাম্বিত বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইয়া আমাদিগকে যে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিল সেই অনিষ্ট হইতে যে আমরা রেহাই পাইতে পারিতাম তাহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিলনা। কিন্তু সেই সময় আমাদের রাজ্যাভ্যন্তরে শান্তি বিরাজমান ছিল এবং থানেশ্বরেও কচিৎ কদাচিত বিদ্রোহী তৎপরতার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকিবে। ইহা ছাড়া টাকা পয়সা আদায়ের জন্য ভারতীয় পুলিশের পক্ষে অনর্থকভাবে নিরপরাধ লোকদিগকে হয়রান করার ব্যবসায় নিত্যনৈমিত্তিকার ঘটনায় পর্যবসিত হইয়া রহিয়াছে, সেই সকল বিষয়ের উপর লক্ষ্য করিয়াম্যাজিষ্ট্রেট সেই চারি ব্যক্তিকে শান্তিপ্রিয় পর্যটক মনে করিয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলেন। সাধারণক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেটের এই কার্য যে ন্যায়ানুমোদিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সে যাহাহউক, সেই প্রশ্ন মোকদ্দমার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল ছিল। ছওয়ার পুলিসের সার্জন্টটি তাহার ধৃত ব্যক্তিদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়িয়া দেওয়ায় তাহার আচরণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হইয়াছে মনে করিয়া সে তাহার পাঞ্জাবী-সুলভ ভাব প্রবণতাকে একান্ত ভাবেই অপমানিত মনে করিয়া বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে তাহার এরূপ নিশ্চিন্ত ধারণাও হইল যে, ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আচরণের ফলে অদূর ভবিষ্যতে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। অতঃপর সে এমন এক ভয়াভহ কার্যে প্রবৃত্ত হইল যে, রাজানুগত্যের দৃষ্টিতে স্পষ্টবাসীদিগের দৃঢ়তা ও রোমান আনুগত্যও তাহার সম্মুখে ম্লান হইয়া পড়িবে। ছুটি না লইয়া চাকুরি স্থল হইতে চলিয়া যাওয়া সে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ বলিয়া মনে করিত। দূর উত্তরাঞ্চলের গ্রামের বাড়ীতে তাহার একটী পুত্র ছিল, এবং স্বীয় বংশ মর্যাদার পরেই সেই পুত্রই ছিল তাহার নিকট একান্ত ভাবে প্রিয় বস্তু। তাহার গ্রাম সীমান্ত অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে। আক্রমণকারীদিগের উৎপাত প্রতিরোধের জন্য আমাদের যে সমস্ত সামরিক ঘাটি ছিল উহাদের রক্ষীবাহিনী বিদ্রোহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সর্বদা সজাগ ছিল। অপর ক্ষেত্রে সীমান্তের অপরপারে যে মুজাহিদ বাহিনী অবস্থিতি করিতেছিল তাহারা আমাদের ঘাঁটি আক্রমণের জন্য আয়োজন সমাপ্ত করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল এবং তাহারা প্রত্যেক আগন্তুককে দেখিবামাত্র সেই ব্যক্তি তাহাদের কোন প্রতিনিধি কর্তৃক প্রেরিত চিহ্নিত লোক কিনা তাহা পরীক্ষার্থ প্রামাণ্য নিদর্শনাবলী দেখিতে চাহিত এবং সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিলে গুপ্তচর ধারণাপূর্বক তাহার জীবনাবসান সুনিশ্চিত হইয়া উঠিত। এদিকে আমাদের ঘাঁটির তত্ত্বাবধায়ক পক্ষেও কোন অপরিচিত নবাগতকে মুজাহিদ বাহিনীর গুপ্তচর ভাবিয়া গ্রেফতার পূর্বক ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবার ব্যবস্থা করা হইত। কিন্তু এই সকল বিপদের নিশ্চিত সম্ভাবনা জানিয়াও সেই দৃঢ়চিত্ত পাঞ্জাবী সার্জেন্ট স্বীয় প্রিয়তম পুত্রকে সীমান্তের অপর পারস্থিত বিদ্রোহী ক্যাম্পে গিয়া আমাদের রাজ্যাভ্যন্তরে তাহাদের যে সমস্ত গুপ্তচর রহিয়াছে এবং যাহারা এপারে থাকিয়া নানা প্রকারে তাহাদিগকে সাহায্য যোগাইতেছে তাহাদের পরিচয় জানিয়া আসিবার জন্য তাহার পুত্রের নিকট একখানি আদেশপত্র প্রেরণ করিল। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার গোড়াপত্তনে কোরআনের দান

মোঃ মিজানুর রহমান বি-এ, বি-টি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এই সকল আয়াত পাঠে ইহাই জানা যায় যে, মানুষ তার চিন্তার চাষ না করিলে সে কোনই উন্নতি লাভ করিতে পারেনা। সে তার ইন্দ্রীয়গুলিকে যথাযথ কাজে লাগাইতে না পারিলে পশুর চেয়েও অধম হইয়া যায়। কেননা সে বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী। মানুষ যদি সৃষ্টিরাজ্যের অনন্ত রহস্যালোকে প্রবেশ করিয়া উহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে অপারগ হয় তাহা-হইলে সে পশুর পর্যায়ে নামিয়া আসে। ইহারই উপর জোর দিয়া কোরআন অন্য একটী আয়াতে বলিতেছে—

ان فى خلق السموات والارض لايات لاولى الالباب

বস্তুতঃ ভূলোক ও দ্যুলোকের সৃষ্টিতে ভাবুকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে। রহস্যাবৃত সৃষ্টিকুল সম্পর্কে ভাবিবার, চিন্তা করিবার এবং উহা হইতে জ্ঞানার্জনের জন্য ইহার চেয়ে সুন্দর নির্দেশ আর কি হইতে পারে? ভূগোল, খগোল প্রাণী ও জড়বিজ্ঞানের পর্যালোচনা ও গবেষণা লব্ধ আবিষ্কারের দ্বারা মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধি করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণের সন্ধান দেওয়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোন গ্রন্থই কোরআনের পূর্বে এইরূপ উদাত্ত আহ্বান জানায়নাই।

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلنه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين

আমরা মানুষকে (হযরত আদমকে) কনকনে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। তৎপর (আদমের মধ্যে বীর্য উৎপাদন করিয়া উহা (মাতৃগর্ভে) নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিয়াছি। পুনঃ উহাকে জমাট রক্তে পরিবর্তিত করিয়াছি। অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ডকে হাড়গোড়ে পরিবর্তিত করিয়া উহাতে মাংসের আবরণ দিয়াছি। অবশেষে উহাকে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ দান করিয়াছি। বস্তুতঃ মহান আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিকারী।—(সূরা মু'মিনুন)

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস কি সুন্দর ভাবেইনা ফুটিয়া উঠিয়াছে! সামান্য বীর্য নানারূপ বিবর্তনের মাধ্যমে মাতৃগর্ভ হইতে অবশেষে সুন্দর মানব শিশুরূপে ধরার বুকে নামিয়া আসে। সৃষ্টির এই রহস্য আয়ত্ব করিতে হইলে মানুষকে সৃষ্টিতত্ব শিখিতে হইবে। পরিশ্রম, অধ্যবসায়, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা ছাড়া এই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। এইখানেই বায়ওলজি বা প্রাণী-বিদ্যার অপরিহার্যতার প্রশ্ন দেখা দেয়। এই-রূপে কোরআন এই একটি মাত্র ইংগিতের দ্বারা মানুষকে জীবজগতের অনন্ত রহস্যজাল সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পথ নির্দেশ করিয়াছে। মানুষ যদি ইহার পরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের জন্য অগ্রণী না হয় তবে তাহাদের উন্নতি সুদূর পরাহত। মানুষ সৃষ্টির সেরা কিন্তু সেরা পদবাচ্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন পরিশ্রম-সাপেক্ষ। আর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ছাড়া কোন কিছুই লাভ করা যায়না। মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে কিসের বলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন? কোরআনের প্রথম পারায় হযরত আদমের সৃষ্টি সম্বন্ধে আল্লাহ ও ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল উহার মধ্যে একটি আয়াতে দেখা যায় যে, وعلم ادم الاسماء كلها আল্লাহ হযরত আদমকে (জগতের) সকল বস্তুর নাম শিখাইয়া দিলেন। শুধু তাই নয়, হযরত আদম ঐসকল বস্তুর তাৎপর্যও আল্লাহর নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন। উপরোক্ত কথোপকথন সম্বলিত এই ক্ষুদ্র আয়তটি নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করিতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(ক) মানুষ জগতের সেরা সৃষ্টি।

(খ) বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী বলিয়াই মানুষ শ্রেষ্ঠ।

(গ) বাস্তব জগতে সৃষ্টি-বৈচিত্রের রহস্য ভেদ করিতে অক্ষম হইলে মানুষ সৃষ্টির সেরা পদবাচ্য হইতে পারেনা।

সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত হওয়া মানুষের জন্য অপরিহার্য। মানুষ ইহা করিতে না পারিলে মানুষ নামের অযোগ্য। প্রত্যেক মানব সন্তান তার আদি পিতা হযরত আদম (দঃ) হইতে প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান ও উহার নিগূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কারের শক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে। তার মস্তিষ্কে সেই সুপ্ত জ্ঞানের চাষ করিতে অক্ষম হইলে তার উন্নতির পথ রুদ্ধ। এই-কথা ব্যক্তি হিসাবে যতটুকু খাটে জাতি হিসাবেও ততটুকু প্রযোজ্য। এই পৃথিবীর বুকে যে জাতি জ্ঞানার্জনের পথে অধ্যবসায়ী, সে জাতিই উন্নত। এই-খানে কালো আর সাদার পার্থক্য নাই। জীবন যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে নানারূপ জ্ঞানের বর্মে সজ্জিত হইতে হইবে। অন্যথায় অধিকতর উদ্যমশীল অধ্যবসায়ী জাতি উন্নততর যোগ্যতার দ্বারা নিজদিগকে ধরাপৃষ্ঠে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে এবং জীবন যুদ্ধে অনগ্রসর জাতিগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

মানুষের জীবন একটি যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবনযুদ্ধে যে জাতি জয়ী হইতে পারে সে জাতিই জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করিতে সক্ষম। কোরআনে ইহারই প্রতি ইঙ্গিত দিয়া বিঘোষিত হইয়াছে— ان الارض يرثها عبادى الصالحون বস্তুতঃ আমার সালেহ বান্দাগণই পৃথিবীর মালিক হইবে। এস্থলে সালেহ কাহারা? জীবনযুদ্ধে যারা বিজয়ী তা-দিগকেই এখানে সালেহ বলা হইয়াছে। পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, জ্ঞান ও গবেষণা ক্ষেত্রে অগ্রণী জাতিই পৃথি-বীতে বরেণ্য হয় এবং অন্যান্য অধঃপতিত জাতিগুলির উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার পায়। ইহাই স্রষ্টার নিয়ম। এই নিয়মের কোনই পরিবর্তন নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে একথার সত্যতা সম্যক-ভাবে পরিস্ফুট হয়। পৃথিবীতে, অতীতে বহুজাতি তাদের উন্নতি দ্বারা জগতে পৌরোহিত্যের আসনলাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাদের পদস্খলন হওয়া মাত্র তারা পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। বিধাতার অমোঘ নিয়মে তারা সেই যে পিছনে পড়িয়াছে, আর সম্মুখে আসিতে পারেনাই। তাদের চেয়ে যোগ্যতর জাতি আসিয়া তাদের স্থান দখল করিয়াছে।

জীবনযুদ্ধে একবার পিছাইয়া গেলে পুনর্বার সম্মুখে আসার উপায় নাই। জগতের ইতিহাসে এরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। মিসর, ইরান, গ্রীস, রোম, আসিরিয়া প্রভৃতির শেষ পরিণতি ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। গ্রীসের জ্ঞান-গরীমা, ইরান ও রোমের শৌর্যবীর্য আজ কোথায়?

মুসলিম জাতি কোরআনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন শাখায়, জীবনযুদ্ধের বিভিন্নক্ষেত্রে অতি অল্পসময়ের মধ্যে অচিন্তনীয় উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কি জ্ঞানগরীমায়, কি শৌর্যেবীর্যে তারা জগৎবরেণ্য হইয়াছিল। জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানেরা এমন দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল যে, তারা অচীরেই জগতের শিক্ষাগুরুর আসনলাভ করিতে পারিয়া-ছিল। বাগ্‌দাদ, কাহেরা, গ্রানাডা প্রভৃতি স্থানে তাদের জ্ঞান-চর্চ্চার বিরাট বিরাট কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। এশিয়া ও ইউরোপের বহু ছাত্র এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে মুসলিম জ্ঞানীগণের নিকট জ্ঞানার্জনের সুযোগলাভ করে। এই সকল মুসলিম পণ্ডিতগণের জ্ঞান গবেষণার সঙ্গে পরিচিত হইয়া তারা ইউরোপের বিভিন্ন স্থানকে মুসলিম চিন্তাধারার সহিত পরিচয় লাভের পথ সুগম করিয়া দেয়। সুতরাং কোরআনের যে শিক্ষায় অনু-প্রাণিত হইয়া মুসলিম জগত এতটা উন্নতিলাভে সক্ষম হইয়াছিল, ইউরোপ উহারই ছোঁয়াচে নূতন জীবনের সন্ধানলাভ করিতে সক্ষম হয়। কোরআনের শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমানেরা যে সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক জ্ঞান-চর্চ্চা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত করে উহারই সন্ধান লাভ করিয়া ইউরোপ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবে-ষণার গোড়াপত্তন করিতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু ইউরো-পের প্রাচ্যভাষাবিশারদ পণ্ডিতগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা মুসলিম জাতির যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত

www.ahlehadeethbd.org

মিসরের ইতিহাস

ডক্টর এম, আবদুল কাদের

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৬। শিয়া মত

মৃত্যুকালে হযরত মুহাম্মদের (দঃ) কোন পুত্র-সন্তান জীবিত ছিলনা। নিজের উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কে তিনি কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়া যান নাই। স্পষ্টতঃ ব্যাপারটা তিনি মিল্লাতের শুভেচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া যান। স্বার্থের সঙ্কটের দরুণ তাহাদের মধ্যে এক অনন্ত বিবাদের সৃষ্টি হয়। নবী করীমের প্রধান সাহাবা আবু-বকর, ওমর ও ওসমান (রঃ) যথাক্রমে খলিফা নির্বাচিত হইলেও একদল শক্তিশালী মুসলমান তাঁহার জামাতা আলীকেই (রাঃ) রাষ্ট্রের বৈধ নায়ক বলিয়া বিবেচনা করিতে থাকে। নব-দীক্ষিত এহুদী আবু বিন সাক এ-জন্যে য়েমনে রীতিমত প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়া দেন। আলী (রাঃ) চতুর্থবারে খলিফা নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু সিরিয়ার শাসনকর্তা মুআভিয়ার (রাঃ) রণ-কৌশল ও কূট বুদ্ধির নিকট হারিয়া গিয়া এক গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। (৬৬১ খৃঃ) তাঁহার জীবনকালেই মুয়া-ভিয়া দিমিশ্‌কে উমাইয়া খেলাফতের প্রতিষ্ঠা করিলেন (৬৬০ খৃঃ)। আলী (রাঃ) ও নবী-নন্দিনী ফাতিমার (রাঃ) পুত্র হাসান (রাঃ) ছয় মাসকাল মদীনায় প্রতিদ্বন্দ্বী খেলা-ফত বজায় রাখিয়া শেষে মুআভিয়ার অনুকূলে পদত্যাগ করিলেন; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হুসায়ন (রাঃ) মুয়াভিয়ার পুত্র এজীদের খেলাফত অস্বীকার করিয়া প্রায় সবংশে-কারবালায় নিহত হইলেন (৬৮০ খৃঃ)।

এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ফলে কিন্তু আলী বংশের ক্ষমতা হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। হুসায়ন পারস্যের শেষ সম্রাট এজ্‌দেগুর্দের কন্যা শাহারবানুর পানি পীড়ন করেন। তাঁহার একমাত্র হতাবশিষ্ট পুত্র রুস্ম জয়নুল আবেদীন এই বিবাহের ফল। তদুপরি আলী (রাঃ) ছিলেন আরব ও নও মুসলমানদের সাম্যের সমর্থক। তজ্জন্য পারসিকেরা জয়নালের পক্ষে দণ্ডায়-মান হইয়া কারবালার প্রতিশোধ গ্রহণে প্রস্তুত হইল। ইহারা হইল শিয়া (দল) ও অন্যান্য মুসলমান সুন্নী। শিয়ারা প্রথম তিন খলীফাকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করেনা। তাহাদের মতে আলী, হাসান ও হুসায়ন যথা-ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইমাম (নেতা)। জয়নুলআবে-দীনের অনুচরেরা তাঁহাকে চতুর্থ ইমাম বলিয়া মান্য করিত।

চিন্তা ও গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডারের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের দ্বার ইউরোপের জাতিগুলির নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ার ফলে ইউরোপ এত শীঘ্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এতটা সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যে মুসলিম জাতি কোরআনের শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও জ্ঞান গবেষণার রাজ-পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় তাদের অবস্থা আজ কোন্ পর্যায়ে? কয়েক শতাব্দী পূর্বেও যারা জগতের দীক্ষা-গুরুর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিল তারা আজ তাদের দীক্ষিতদের কাছে বসিয়া জ্ঞানার্জন করিবার যোগ্যতাও হারাইয়া ফেলিয়াছে। যে ইউরোপ মুসলমানদের শিক্ষায় ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পৃথিবীর দিকে দিকে স্বীয় বিজয়-কেতন উড্ডীন করিয়াছে মুসলিম জগত এখন উহারই নিকট জোড়হস্তে কাঙ্গালের ন্যায় জ্ঞানভিক্ষার জন্য হাত পাতিতেছে। কিন্তু তাতে উহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় কি? ইউরোপ জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে যে সকল আবিষ্কারের পর আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে, মুসলিম জগতের কয়জন সেগুলির নিগূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম? কেন এইরূপ হইয়াছে? আধুনিক মুসলিম জগতের নিকট এ প্রশ্নের উত্তর কি? কোরআনে ইহার প্রকৃত উত্তর বিদ্যমান রহিয়াছে।

ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

স্বীয় চেষ্টায় উন্নতি করিতে পরাঙ্মুখ জাতির অবস্থা আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেননা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইমাম হাসানের বংশধরেরা মরক্কোর শরীফ ও উত্তর আফ্রিকার ইদরীসিয়াবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পক্ষান্তরে কায়সান নামক হযরত আলীর এক আযাদ ক্রীতদাসের নেতৃত্বে আর একদল লোক বিবি ফাতিমার সতীন-পুত্র মুহাম্মদ ইবনুল হানিফিয়াকে চতুর্থ ইমাম বলিয়া ঘোষণা করিল। মুহাম্মদের পুত্র আবু হাশিমের গঠন-কুশলতায় ইহারা একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হইল। উমায়্যাদের পতনের (৫৭০ খৃঃ) জন্য ইহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। আবু হাশিম নিঃসন্তান থাকায় আব্বাসিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ বিন আলী বিন আবদুল্লাহকে স্বীয় সত্ব দান করিয়া যান।

এদিকে জয়নুল আবেদীনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভক্তদের একদল তৎপুত্র জায়দকে, কিন্তু অনেকেই তদীয় ভ্রাতা মুহাম্মদ আল বাকিরকে পঞ্চম ইমাম বলিয়া স্বীকার করিল। এভাবে অধিকাংশের মতে মুহাম্মদের পুত্র জাফর সাদিক, কিন্তু অন্যান্যদের মতে আবু মনসুর ষষ্ঠ ইমাম। পারসিকদের ধারণা, রাজা আল্লার অবতার ও তাঁহার অর্দ্ধ ঐশ্বরিক আত্মা তদীয় উত্তরাধিকারীর-দেহে আশ্রয় লইয়া থাকে। তজ্জন্য উভয় দলই ইমামের পুনর্জন্মে বিশ্বাসী।

জাফর প্রথমে স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে, কিন্তু পরে তাঁহাকে বাদ দিয়া মুসাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। (আব্বাসিয়া খলীফা) হারূণ মুসা ও তৎপুত্র আলী আর রেজাকে নজরবন্দ করিয়া রাখেন। উজীর ইবনে খালিদ মুসাকে বিষ প্রয়োগে অপসৃত করেন। খলীফা মামুন প্রথমে আলীর সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন, কিন্তু গৃহযুদ্ধের আশংকায় পরে তাঁহাকেও অপসৃত করা হয়। অধিকাংশ শিয়া এই দুইজন ভিন্ন আরও চারিজন ইমাম স্বীকার করিয়া থাকে; এজন্য তাহারা এস্না'আশারিয়া' বা বার ইমামিয়া বলিয়া পরিচিত। এই মতই পারস্যের রাজধর্ম।

দলাদলি শিয়াদের চিরন্তন বৈশিষ্ট। পিতৃ-পরিত্যক্ত ও মৃতপ্রায় হইলেও একদল শিয়া ইসমাঈলকেই সপ্তম ইমাম বলিয়া মান্য করিতে লাগিল। পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু হইলে কেহ বলেন, তৎপুত্র মুহাম্মদ ইমাম হইয়াছেন, আবার কেহ বলেন, মৃতের আত্মা মুহাম্মদের দেহে প্রবেশ করিয়াছে, কাজেই প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা এক ইসমাঈল, মুহাম্মদ বা তাঁহাদের ভক্তবৃন্দ ইসমাঈলীয়া বা সা'বিয়া অর্থাৎ সাত ইমামিয়া বলিয়া পরিচিত। প্রথমে সংখ্যাল্প হইলেও আবদুল্লাহ ইবনে ময়মুন নামক এক প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংগঠন-শক্তির জোরে অচিরে ইহারা একটি প্রবলপরাক্রান্ত দলে পরিণত হয়। আবদুল্লাহ বিবি ফাতিমার বংশধর কিনা তদ্বিষয়ে মতানৈক্য আছে। তথাপি তাঁহার বংশধরেরাই ফাতিমিয়া নামে পরিচিত।

অধিকাংশ শিয়ার মতে ইমামের মৃত্যু হয়না। তিনি শুধু আত্মগোপন করিয়া থাকেন, পাপের যুগ চলিয়া গেলেই আবার আবির্ভূত হইবেন। ইতিমধ্যে জগতে কোন বৈধ খলীফা থাকবেনা, থাকিবে শুধু শাহ বা রাজা। তিনি গুপ্ত ইমামের পুনরাবির্ভাব পর্যন্ত তাঁহার প্রতিনিধিরূপে কার্য করিয়া যাইবেন। আব্বাসিয়ারা শিয়াদের সাহায্যে খেলাফত অধিকার করিয়া শেষে তাহাদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার আরম্ভ করায় সকলেই তাহাদের উপর খড়্গহস্ত ছিল।

ইসনাআশারিয়ারা অনেকটা গোঁড়া মুসলমান, কিন্তু ইসমাঈলিয়ারা একেবারে উগ্রপন্থী। ইসলামের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। ধর্ম তাহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায় মাত্র। তাহাদের মতে সাত যুগে সাতজন পয়গম্বর ও তাঁহাদের সাতজন সহকারী পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। ষষ্ঠ পয়গম্বর হইবেন মুহম্মদ (দঃ) ও আলী তাঁহার সহকারী। সপ্তম পয়গম্বর আল্-কায়িম অর্থাৎ ইসমাঈল বা তৎপুত্র মুহাম্মদ ও আবদুল্লাহ তাঁহার সহকারী। তজ্জন্য শিষ্যদেরও শিক্ষার সাতটি বিভিন্ন স্তর ছিল। এই শিক্ষা তাহারা পূর্ণস্তরে গেলে পাইত। কাজেই তখন তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হইতে সম্পূর্ণ খারিজ হইয়া যাইত। ইহাদের একদল উহার প্রতিষ্ঠাতা হামদান কার্মাতের নাম হইতে 'কার্মাতিয়া' নামে পরিচিত হয়। সুন্নীদের মতে তাহাদের ন্যায় কুখ্যাত লোক আর নাই।

ইসমাঈলিয়রা তাহাদের 'দায়ী' বা চরের মারফতে প্রচারকার্য চালাইত। দায়ীরা প্রকাশ্যে কোন সভা করিতনা; দুই একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কথা প্রসঙ্গে ধর্ম্মের দ্ব্যর্থবোধক ও জটিল বিষয়ে তাহাদের মনে সন্দেহ জাগাইয়া তুলিত এবং কেবল ইমামই যে মারফত বা আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে এ স্তরটি সঠিক অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারেন, নানা উপায়ে তাহা প্রকাশ করিত। এরূপ সূক্ষ্ম সুনিপুন ও কার্যকরী প্রচার পদ্ধতি-অদ্যাপি জগতে আবিষ্কৃত হয় নাই।

৭। ফাতিমিয়া খেলাফত:

আবু আবদুল্লাহ্ নামক আবদুল্লার এক শাগরিদ ৯০০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে উত্তর আফ্রিকায় গমন করিলেন। ইক্কিজান শৈলে তাঁহার খানকা স্থাপিত হইল। অচিরে তাঁহার ধর্ম-নিষ্ঠা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। কেহ বা আবার তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। ইহা লইয়া বিভিন্ন গোত্রে যুদ্ধ বাধিল। কাতামা গোত্রের সর্দার হাসান বিন হারুণ আবু আবদুল্লার পক্ষ সমর্থন করিলেন। তিনি তারুত ও মায়লা অধিকার করিলে কায়রোয়ানের আগলাভী সুলতানের সহিত তাঁহাদের সঙ্ঘর্ষ বাধিল। ইব্রাহীমের ভ্রাতা আহওয়াল আবু আবল্লাহকে কতকটা সংযত রাখিলেন। কিন্তু নূতন সুলতান জিয়াদতুল্লাহ (৯০৩ খৃঃ) তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে ইসমাঈলীয়ারা সমগ্র ইফ্রিজিয়া লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুলতানের কর্মচারীরা পর্যন্ত আবু আবদুল্লার সহিত গোপনে পত্র বিনিময় আরম্ভ করিলেন। গুরুকে 'মাহদী' উপাধি দিয়া তাঁহার নামে নানা আজগুবি মু'জিযার কাহিনী প্রচার করিয়া তিনি বহু লোককে তাবেদার করিয়া ফেলিলেন। এবার মাহ্দীকে আনয়নের জন্য দূত ছুটিল। ইতোমধ্যে সলোমিয়ায় আবদুল্লার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র সায়দ বা ওবায়দুল্লাহ্ য়েমনের পথে আবু আবদুল্লার পত্র পাইয়া পুত্র আবুল হাশিম সহ আফ্রিকায় আসিলেন; কিন্তু সিজিল বাদশার শাসনকর্তা তাঁহাদিগকে ধরিয়া নিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এ দিকে আবু আবদুল্লার বিজয়-যাত্রা অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিল। ইব্রাহীমকে পরাজিত ও নূতন সেনাপতি হারুণকে নিহত করিয়া তিনি বাজাস অধিকার করিলেন (৯০৭ খৃঃ)। কান্তিনিয়ায় জিয়াদতুল্লার যন্ত্রাগার, ধনাগার ও রসদপত্র তাঁহার হাতে পড়িল। বাগায়ায় তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। কায়রোয়ান ছিল আফ্রিকার দৃঢ়তম সামরিক ঘাঁটি। কিন্তু ইব্রাহীম কিছুতেই ইসমাঈলিয়াদের গতিরোধে সমর্থ না হওয়ায় আমীরেরা পলাইতে লাগিলেন। সুলতান নিজেও তাহাদের পথ ধরিলেন। তাঁহার মূল্যবান ধনরত্নবাহী ত্রিশটী উট অন্ধকারে পথ হারাইয়া পরিণামে আবু আবদুল্লার হাতে ধরা পড়িল। সুলতান বাকরা গিয়া প্রথমে বাগদাদ ও পরে মিসর হইতে সাহায্য লাভের বৃথা চেষ্টা করিয়া রমলায় মৃত্যুবরণ করিলেন। বাকাদা ও কায়রোয়ান আবু আবদুল্লার দখলে চলিয়া গেল (৯০৯ খৃঃ)।

এই অসাধারণ ভাগ্যান্বেষী এবার সিজিলমাসা হইতে ওবায়দুল্লার (মতান্তরে তদীয় য়িহুদী ভৃত্যের) উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহাকেই প্রতিশ্রুত 'মাহ্দী' বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ৪০ দিন পরে তিনি রাকাদায় আনীত হইলেন; পরবর্ত্তী শুক্রবারে তাঁহার নামে খুৎবা; পঠিত হইল (জানুয়ারী, ৯১০)। আরবেসের অধিবাসীরা ইতঃপূর্বেই আবু আবদুল্লার হস্তে নিহত হয়। শিয়ামত গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় এখন রাকাদার বহুলোক কারারুদ্ধ ও কেহ কেহ নিহত হইল। মসজিদের ইমামেরা খুৎবায় প্রথম খলিফাত্রয়কে অভিশাপ দানের আদেশ পাইল।

'মাহ্দী' কোন মু'যিজা দেখাইতে না পারায় অচিরে বার্বারদের মধ্যে বিরক্তি-গুঞ্জন উঠিল। আবু আবদুল্লাহ নিজেও নিরাশ হইলেন। তাঁহার প্ররোচনায় কাতামাগোত্রের প্রধান শায়খ মাহদীকে মু'যিজা দেখাইতে বলিলে তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ইহাতে আতঙ্কিত হইয়া আবু আবল্লাহ কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহার দুই ভ্রাতার সহিত কয়েক রাত্রি গোপন বৈঠকে মিলিত হইলেন। সংবাদ পাইয়া মাহ্দী তিন জনকেই ধরাধাম হইতে বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। কাতামারা ইহা লইয়া দাঙ্গা বাধাইল। কিন্তু মাহ্দী সাহসে ভর করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সকলকে অভয়বাণী প্রদান করিলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

এতদিন মাহদী একটা ধর্ম্মনৈতিক পরিবেশে বাস করেন। আবু আবদুল্লার উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতিকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধর্মের শৃঙ্খল হইতে মুক্তিদান, সম্পূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতা স্থাপন এবং নরনারীর অবাধ মিলন সঙ্ঘটন। কিন্তু রাজা হইয়া মাহ্দীর পক্ষে এরূপ উদ্ভট নীতির সমর্থন সম্ভবপর ছিলনা। কাজেই ধর্ম্ম এখন পশ্চাতের পটভূমি হইয়া দাঁড়াইল। শিয়া মতে গুপ্ত ইমামই প্রকৃত খলিফা হইলেও মাহ্দী ইমামের ওয়ারিশ হিসাবে নিজেকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

অচিরে তাঁহাকে আরও বাস্তববাদী হইতে হইল। কায়রোয়ানের অধিকাংশ লোকই ছিল গোঁড়া মুসলমান। যে কোন রাজ-পরিবর্তন মানিয়া লইতে রাজী হইলেও অবতারবাদ, আত্মার পুনরাবর্তন প্রভৃতি কিন্তুতকিমাকার মত গ্রহণে তাহারা প্রস্তুত ছিলনা। তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাহ্দী গোঁড়া মুসলমান সাজিলেন। ইসমাঈলীয়ারা অবাধ প্রেম এবং মদ, শূকর-মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে কঠোররূপে শায়েস্তা করিলেন। এখন হইতে কেবল আলী বংশের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি, প্রথম তিন খলীফার দাবী অস্বীকার এবং নামাযের কায়দা ও ধর্ম্মনৈতিক আইনে সামান্য পার্থক্যই হইল ইসমাঈলীয়াদের বৈশিষ্ট্য।

অতঃপর রাজ্য-বিস্তারের পালা আসিল। পার্বত্য তেহারেত জেলা ছিল খারিজীদের অধিকারে। তাহারা বিদ্রোহী হওয়ায় কাতামা গোত্রের আরুবা বিন ইউসুফ উহা আক্রমণ করিলেন। খারিজীরা পরাজিত ও ৮০০০ লোক নিহত হইল। স্পেনের উমায়্যাদের নিকট হইতে তিনি ওরাণ কাড়িয়া লইলেন। অতঃপর ইদরিসীয়ারা মরক্কো হইতে বিতাড়িত হইলে আটলান্টিক পর্যন্ত সমগ্র মাগরিব মাহ্দীর দখলে আসিল। মুসলিম জাতির এই অংশই ছিল সর্বাপেক্ষা শ্রথ-সংযুক্ত। সেখানে মাহ্দীর শাসন কায়েম করা আরুবার দৃঢ় সংগঠন শক্তির প্রমাণ।

আফ্রিকার ফাতিমিয়া আন্দোলন ছিল কতকটা আবর-বিরোধী আন্দোলন। কিন্তু কায়রোয়ান ছিল আরব উপনিবেশ। এখন বার্বারেরা সেখানে প্রাধান্য লাভ করায় দুই দলে দাঙ্গা বাধিল। তাহাতে কাতামা গোত্রের ১০০০ লোক নিহত হইল। মৃত দেহগুলি বিনা সৎকারে খালে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় কাতামারা বিদ্রোহী হইয়া জাব প্রদেশে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করিল। সেনাপতিদের পুনঃপুনঃ অকৃতকার্যতার পর মাহ্দীর পুত্র আবুলকাসিম বহু কষ্টে বিদ্রোহ দমন করিলেন।

অনুরূপ কলহের ফলে ত্রিপোলিও বিদ্রোহী হইল (৯১১ খৃঃ)। জল ও স্থল পথে যুক্ত আক্রমণের পর তবে উহা বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু জিয়াদতুল্লার পুত্র আহ্মদ সিসিলীর রাজা নির্বাচিত হওয়ায় উহা ফাতিমিয়াদের হাতছাড়া হইয়া গেল।

এসকল বিদ্রোহের ফলে মাহ্দী বুঝিতে পারিলেন যে, চঞ্চলমতি বার্বারদের উপর রাজত্বের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। তজ্জন্য তিনি মিসর অভিযানে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সেনাপতি খুবাসা বার্কা অধিকার করিয়া আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করিলেন (৯১২)। ইহাতে ব্যর্থকাম হইলেও প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত হওয়ায় মাহ্দীর অনুচরদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহের সঞ্চার হইল। ৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা আবার মিসর আক্রমণ করিল, কিন্তু এবারও তাহাদের পরাজয় ঘটিল।

৯২২ খৃষ্টাব্দে কার্ম্মাতিয়ারা বসরা অধিকার করিল। ৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা মক্কা আক্রমণ করিয়া শরীফ এবং তাঁহার বহু অনুচর ও অধিকাংশ হাজীকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিল। প্রত্যাবর্তন কালে তাহারা বিখ্যাত হজ্রে আসওয়াদ বা কৃষ্ণপ্রস্তর সঙ্গে লইয়া গেল। তাহাদের সহিত সম্পর্ক থাকায় শেষ বয়সে মুসলিম জগতে মাহ্দীর মর্যাদা অনেকটা হ্রাস পাইল। তজ্জন্য তিনি প্রকাশ্যে এই অধর্ম্মাচরণের প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু ৯৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কার্ম্মাতিয়ারা কৃষ্ণপ্রস্তর প্রত্যার্পণ করেনাই।

২৫ বৎসর রাজত্বের পর ৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মাহ্দী দেহরক্ষা করিলেন। রাজকার্যে অভিজ্ঞতা না থাকিলেও তিনি যথেষ্ট উদ্যোগ ও দক্ষতার পরিচয় দেন। আবু আবদুল্লার অভাবে তাঁহার কোনই অসুবিধা হয়নাই। উত্তর আফ্রিকা ছিল ইসলামের সর্বাপেক্ষা দুর্দ্দান্ত ও ন্যূনতম সভ্য জনপদসমূহের অন্যতম। তথাপি তিনি সেখানে আরব, বার্বার সকলের উপর স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল শাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। একজন নিরাশ্রয় নবাগতের পক্ষে মিসর সীমান্ত হইতে কেজ

www.ahlehadeethbd.org

পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার সামান্য কৃতিত্বের কথা নহে। তিনি আল্ মাহ্দিয়া নামে একটি নগর ও আল্ মুহম্মদিয়া নামে কায়রোয়ানের নিকট একটি উপনগর নির্মাণ করেন। সরকারী দফতরখানা শেষোক্ত স্থানে উঠিয়া যায়। আল্-মাহ্দিয়ায় কয়েক পুরুষ পর্যন্ত ফাতিমিয়াদের রাজধানী ছিল।

৮। বর্বার বিপ্লব—

পিতার মৃত্যুর পর আবুলকাসিম সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার উপাধি হইল অল্-কায়িম (স্থায়ী)। দুইবার আক্রমণ ও বারংবার বিদ্রোহ দমন করিয়া ইতঃপূর্বেই তিনি সেনাপতি হিসাবে যোগ্যতার পরিচয় দেন। রাজ্যলাভের পরেও তাঁহার যুদ্ধোদ্যম হ্রাস পাইলনা। প্রথমেই তিনি ইউরোপে এক নৌ-বহর প্রেরণ করিলেন (৯৩৪ বা ৯৩৫ খৃঃ)। দক্ষিণ ফ্রান্স ও ক্যালাব্রিয়া তাহাদের হস্তে লুণ্ঠিত হইল। জেনোয় অবরোধ ও অধিকার করিয়া তাহারা বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দী লইয়া ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে মিসর আক্রমণের জন্যও একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু ইখ্শিদের দৃঢ় শাসনে উহা তখন অত্যন্ত শক্তিশালী। কাজেই ফাতিমিয়া বাহিনী সেখানে ফুল ফুটাইতে পারিলনা।

অচিরে বর্বারদের মধ্যে এক প্রবল জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হওয়ায় অল্-কায়িমকে দিগ্বিজয়ের চেষ্টা ছাড়িয়া স্বরাজ্য রক্ষায় মনোনিবেশ করিতে হইল। বর্বারেরা আরবদিগকে স্পেন, সম্মিলিত দক্ষিণ ফ্রান্স জয়ে সাহায্য করে; ফাতিমিয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায়ও তাহারাই মূল। কিন্তু ধূর্ত এসিয়াবাসীরা সর্বত্রই তাহাদিগকে পরিশ্রমের ফলে বঞ্চিত করে। ফলে তাহাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। আবু এজীদ নামক এক দরবেশ ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা। শিয়া ও আরবদিগকে বিতাড়িত করিয়া একটি খাঁটি বর্বার রাজ্য গঠন ও আদি ইসলামের পুনঃ প্রবর্তন ছিল তাঁহার লক্ষ্য। প্রায় সমস্ত খারিজী জাব প্রদেশের অধিকাংশ জেনোতা গোত্র এবং আরও বহু বর্বার তাঁহার সহিত যোগদান করিল। বাগাই, তাবেসা, মারমাজেন্না ও নাফিবাস দ্রুত তাঁহার দখলে আসিল। (৯৪০খৃঃ)। অতঃপর তিনি রাজা আক্রমণে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ফাতিমিয়া বাহিনী তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করিয়া বিতাড়িত হইল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া অবশিষ্ট জেনোতা গোত্র, আওরেসের হরান এবং আরও অনেকেই আবু এজীদের দলে ভিড়িল। তৎকালে বর্বার বিপ্লব মরক্কো ও বর্বারীর অধিকাংশ স্থানে ছড়াইয়া পড়িল।

এক বিরাট বাহিনী লইয়া আবু এজীদ এখন কায়রোয়ান যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে পরাজিত হইলেন। তথাপি তেজস্বী দরবেশের সাহস বা মনোবল হ্রাস পাইলনা। শীঘ্রই তিনি তাহার ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল একত্র করিয়া রাকাদা আসিয়া আবার কায়রোয়ানের দিকে ছুটিলেন। এবার ফাতিমিয়ারা পরাজিত ও রাজধানী বিজেতার হস্তগত হইল। অল্ কায়িম মাহ্দিয়ায় আশ্রয় লইলেন। আবু এজীদ উহাও অবরোধ করিয়া বসিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এসময় বর্বারদের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব দেখা দেওয়ায় এই চমৎকার বিজয়ের ফল মাটি হইয়া গেল। কাতামোরা ছিল জেনোতাদের চির শত্রু। সানহাজা গোত্রের সহিত মিলিয়া তাহারা এখন খলীফার সাহায্যে আগাইয়া আসিল, নাগরিকেরাও আক্রমণকারীদিগকে প্রবল বাধাদান করিল। আবু এজীদ নিরুৎসাহ হইয়া অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া গেলেন। অল্-কায়িম অচিরে সমগ্র তিউনিসিয়া দখলে আনিলেন। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ আবুএজীদ অবিলম্বে আবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কুফা অবরোধ করিলেন। এমন সময় অল্-কায়িমের মৃত্যু হইল (৯৪৬ খৃঃ)।

অল্-কায়িমের পুত্র অল্-মনসুর (৯৪৬—৫৩) ছিলেন পিতার ন্যায় দৃঢ়-চিত্ত, অথবা সুবিজ্ঞ-নরপতি। তাঁহার প্রথম কাজ হইল কুফা অবরোধকারীদের বিতাড়িত করা। আবু এজীদ তাঁহার নিকট গুরুতর রূপে পরাজিত হইয়া কিয়ানা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইলেন; ইহা ইফ্রিকিয়ার সর্ব পশ্চিমে। আরও একবৎসরকাল সংগ্রাম চালাইয়া বর্বারেরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিল। আবু এজীদ স্বয়ং মারাত্মক রূপে আহত হইয়া অল্পদিন পরে মৃত্যু বরণ করিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিন্তু এই বিরাট বিদ্রোহ একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। ইহা হইতেই পশ্চিমে ফাতিমিয়াদের ক্ষমতা নাসের সূচনা। মাগরেবের জেনোতা ও বিন্-ইফ্রেনী গোত্র নেমশেনের নিকট একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করিল; সেপনীয় উমায়্যারাও ফেজে একটি সিরীয়-আরব উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। মধ্য-মগরিব বা আলজিরিয়ার অধিকাংশ স্থান ছিল সানহাজা গোত্রের জিরি জিরি বিন মেনাদের অধীন। তবে তিনি ছিলেন ফাতিমিয়াদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও দৃঢ় সমর্থক।

আল্-মনসুর প্রাচীন সাপ্রা নগর পুনর্নির্মাণ করিয়া উহার নাম দেন আল্-মনসূরিয়া। মাহদিয়ার ন্যায় ইহাও কায়রোয়ানের একটি উপনগর মাত্র। সভ্যতা ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে তাঁহার পিতা বা পিতামহের কোনই দান নাই। তাঁহারা সাহিত্য বা বিদ্যা-চর্চ্চার উৎসাহ করিতেন বলিয়া মনে হয়না। বিদ্যানেরা ছিলেন প্রধানতঃ সুন্নী। তাঁহারা সম্ভবতঃ সনাতন ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের সংশ্রব এড়াইয়া চলিতেন।

কায়রোয়ানে সুন্নীদের নির্ম্মিত কার্যকরী চমৎকার অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অল-মাহ্দিয়া (৯১৩-১৮), অল্ মুহাম্মদীয়া (৯২১) বা অল্-মনসূরিয়ার (৯৪৮) প্রতিষ্ঠাতাদের রুচি-জ্ঞানের পরিচয় দানের জন্য কোন স্থাপত্য বা শিল্পকার্যের কোন নিদর্শনই বর্তমান নাই। পরবর্ত্তী নগর নির্ম্মিত হওয়া মাত্রই পূর্ববর্ত্তীটির ধ্বংসের সূচনা হইত।

৯। ফাতিমিয়াদের মিসর জয়

আল্-ময়েজের সিংহাসনারোহনের (এপ্রিল, ৯৫৩) সঙ্গে ফাতিমিয়া খেলাফতের সাংস্কৃতি-জীবনের পরিবর্তন ঘটিল। পূর্বপুরুষদের ন্যায় তিনিও ছিলেন সাহসী ও সুযোগ্য নরপতি। কিন্তু তাঁহাদের কেহই তাঁহার ন্যায় মার্জিত রুচি ও উচ্চশিক্ষিত ছিলেননা।

পিতা পিতামহের ন্যায় মিসর জয়ই ছিল অল্-ময়েজের প্রধান স্বপ্ন! দাঙ্গাবাজ বর্বার ও অনুর্ব্বর জনপদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকা তাঁহার ন্যায় সুরুচি সম্পন্ন লোকের পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা। তজ্জন্য মিসরের ঐশ্বর্য্য, বাণিজ্য, বন্দর ও নিরীহ অধিবাসীদের উপর প্রভুত্ব লাভার্থ তিনি প্রথম হইতেই লালায়িত ছিলেন। কিন্তু বহুপূর্বে স্বরাজ্য হইতে রাজদ্রোহিতার মূলোৎপাটন করিয়া সেখানে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার নিতান্ত দরকার ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্য পরিদর্শন করিলেন। প্রত্যেকটি সহরে গিয়াই তিনি নাগরিকদের অভাব-অভিযোগ শুনিয়া তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাদের শান্তি-সমৃদ্ধি বর্দ্ধনের জন্যও যথোচিত উপায় অবলম্বিত হইল। বিদ্রোহীরা সিরিয়-দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া তাঁহার পদতলে লুটাইতে লাগিল। সর্দার ও শাসনকর্ত্তারা চাকরী ও উপহার লাভে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সেবায় প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

কায়রোয়ানের শায়খ ও আলিমেরা বনি ফাতেমিয়াদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহারা বরাবরই দাঙ্গা বাধাইতে প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহাদের অনিষ্টকারীতা রোধের জন্য এখন 'সন্ধ্যাবাতি' আইন জারী হইল। মাগরিবের সময় সজোরে ডাক বাজিত; তৎপরে কেহ ঘরের বাহিরে থাকিলে কেবল পথহারা হইতনা, মাথাটিও কাটা যাইত। এতদ্বিধ কঠোরতা সত্বেও লোকে শান্ত থাকিলে তিনি তাহাদের সহিত ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিতেন এবং নানারূপে বুঝাইয়া তাহাদিগকে স্বদলভুক্ত করাইবার প্রয়াস পাইতেন।

অত্যন্ত বিলাসি ও ইন্দ্রীয়পরায়ণ বলিয়া তাঁহার দুর্নাম ছিল। এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য তিনি এক ফন্দি আঁটিলেন। একদা একদল শায়খ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে দোয়াত, কলম ও কাগজ এবং চতুর্দ্দিকে গ্রন্থরাজি ছড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি যখন গৃহে থাকি তখন কিরূপে কাল কাটাই, তাহা ত' দেখিতেই পাইতেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য হইতে যে সকল চিঠিপত্র আসে আমি তাহা পাঠ করিয়া স্বহস্তে উত্তর লিখি; দুনিয়ার সমস্ত আরাম আমার জন্য হারাম। যাহাতে আপনাদের ধনপ্রাণ রক্ষা পায়, বংশ বৃদ্ধি হয় ও শত্রুরা হতমান থাকে, তাহাই আমার একমাত্র প্রচেষ্টা।"

আবুল হাসান জওহর নামে খলীফার এক মুক্ত ক্রীতদাস ছিল। মনসূরের আমলে তিনি কাতিবের পদ প্রাপ্ত হন। ময়েজ এখন তাঁহাকে উজীরে আযম ও

www.ahlehadeethbd.org

ইঁসলাম সমন্বয় নহে

অধ্যাপক মোঃ আব্দুল গণী এম-এ,

সূচনা :—

ধনতান্ত্রিক মতবাদ (Capitalism) ও কমিউনিজম (Communism) দুইটি পরস্পর বিরোধী আদর্শ, কিন্তু ইহারা ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিশ্বের বৃহত্তর মানব সমাজকে দুইটি প্রধান শিবিরে বিভক্ত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হইয়া বিশ্বব্যাপী এক মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতার কারণ ঘটাইয়াছে। যেকোন মুহূর্তে তৃতীয় মহাসমরের সূচনা হইতে পারে এরূপ আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। তবে কিছুদিন পূর্বে কমিউনিষ্ট দলের সর্বাধিনায়ক ক্রুশ্চেভের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবের ফলে এই আশঙ্কা কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু আমাদের মতে ইহা সম্পূর্ণ রূপে একটি নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। ইহাতে মানব জাতির স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণ হইতে পারেনা। উভয় শিবিরের কর্মকর্তাগণ একাধারে আপোষ আলোচনা এবং স্বীয় দলের মতবাদ ও আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ফলতঃ পরস্পর বিরোধী আদর্শ ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করিয়া মানব সমাজে একটি স্থায়ী সংশয়, আশঙ্কা এবং অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম চিন্তানায়কগণের কেহ কেহ এই বলিয়া প্রশংসা অর্জন করিতে চাহেন যে, পরস্পর বিরোধী মতবাদ ধনতন্ত্র ও কমিউনিজমের সমন্বয় সাধনের মধ্যেই বিশ্বের স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণ এবং ইসলামী আদর্শই এই মহান কার্য সমাধানে সক্ষম। ইসলামী ব্যবস্থাই স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণ সাধনে সক্ষম বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করি। কিন্তু আমাদের মতে—**"ইসলাম ধনতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের সমন্বয় নহে"**। "ইসলাম ধনতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যে সমন্বয়" এই মতবাদের খণ্ডন করাই আমাদের বক্ষমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বস্তু।

আমাদের আলোচ্য বিষয় সঠিকভাবে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমেই ধনতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ধনতন্ত্রবাদ (Capitalism)

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্য জগতে এক নূতন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে বিত্তশালী ও ধনী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নূতন ব্যবস্থাই ধনতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত।

ধনতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বার্ণাড-শ বলেন, "যে ভূমি ব্যবস্থায় দেশের জমি জাতির অধিকারে থাকার পরিবর্তে ভূম্যাধিকারী (জমিদার, তালুকদার, জোতদার, জায়গীরদার প্রভৃতি) নামে কথিত

প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। ইসলামে ক্রীতদাসেরা যে কেবল অন্যান্য লোকের সমকক্ষ বিবেচিত হয়না, বরং যোগ্যতা থাকিলে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে পারে, কাফুরের ন্যায় জওহরের জীবনী তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সেখানে জাতি বা বর্ণের কোন পার্থক্য ছিলনা। ভূতপূর্ব্ব কাফ্রী গোলামকেও পরে রাজা বলিয়া মান্য করিতে শ্বেতকায় লোকের বিবেকে বাধিতনা। প্রথম জীবনের দাসগিরি আদৌ তাহার উন্নতির প্রতিবন্ধক হইতনা। এমনকি নেহাৎ হালেও ক্রীতদাসেরা সর্বোচ্চ পদ লাভ করিয়া শাহজাদীদের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে।

জওহর শীঘ্রই খলীফার নির্বাচনের যোগ্যতা প্রমাণ করিলেন। রাজধানীতে শান্তি স্থাপিত হইবা মাত্র তিনি চিরদ্রোহী মাগরিবে প্রেরিত হইলেন। জিরির সাহায্যে খোজ ও সিজিলমাশা অধিকৃত হইল। রাজারা লৌহ-পিঞ্জিরায় আবদ্ধ হইয়া কায়রোয়ানে প্রেরিত হইলেন। এইরূপে দুই শতাব্দী পরে সুদূর মাগরিবে ইদরীসিয়াদের রাজত্ব বিলীন হইয়া গেলে। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কতিপয় নির্দিষ্ট মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহাকে ধনতন্ত্রবাদ বলে। উক্ত ব্যবস্থা অনুসারে ভূম্যধিকারীগণের কল্পিত শর্তসমূহে রাজি না হওয়া পর্যন্ত তাহারা যেকোন ব্যক্তিকে তাহাদের জমিতে বসবাস অথবা উহা ব্যবহার করার কার্যে বাঁধা দিতে পারে"। অতঃপর পুঁজিবাদের পরিগৃহীত নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "এই ব্যবস্থার প্রধানতম সুবিধা এই যে, ইহার সাহায্যে ভূম্যধিকারীরা মূলধন নামীয় লাভের সমস্ত অর্থ নিজেরা জড় করিতে সমর্থ হয়, জমির ন্যায় উক্ত মূলধনও তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইতে থাকে। ফলে দেশের যে শ্রম শিল্প মূলধন ছাড়া টিকিতে পারেনা তার সমস্তটাই ব্যক্তিগত সম্পদে পর্যবসিত হয়। কিন্তু শ্রম ব্যতিরেকে শ্রম শিল্প চালু রাখা সম্ভবপর হয়না, তাই ভূম্যধিকারীর দল নিজেদের স্বার্থের জন্য যাহারা জমির মালিক নয় তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত করিতে বাধ্য করে। কিন্তু তাহাদের শ্রমের মজুরী দেওয়া হয় এমন ভাবে যাহাতে তাহারা কোনরকমে জীবন ধারণ করিতে এবং সন্তান সন্ততি জন্মাইয়া শ্রমিকের নিত্যনূতন দল আমদানী করিতে সক্ষম হয়। এরূপ পারিশ্রমিক মজুরকে কখনই দেওয়া হয়না যাহাতে তাহার পক্ষে বিপদে, অসুখে বা অন্য প্রয়োজনে কোন দিন নিত্যনৈমিত্তিক খাটুনি বন্ধ রাখা সম্ভবপর হইতে পারে অর্থাৎ সর্বনিম্নহারের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুঁজিপতির দল শ্রমিকদিগকে ভাড়ায় খাটায়। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান অবস্থার দরুন সুলভ মজুরীর যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা অনিবার্যরূপে শ্রমিকের মধ্যে অসন্তোষ, সীমাহীন দুর্গতি, বহুরূপী পাপাচরণ ও নানাবিধ ব্যধি সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের রীতির অবসান ঘটে" †।

ধনতন্ত্রবাদী গভর্ণমেন্টের আচরণ সম্বন্ধে বার্ণাড শ বলেন, ধনতন্ত্রবাদী সরকারের একমাত্র কর্তব্য হয় ব্যক্তিগত ভূমি ও পুঁজির সম্পত্তিকে রক্ষা করা, আর মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে তাহাদের ঘরোয়া চুক্তিসমূহ বলবৎ রাখার জন্য ক্ষমতাশালী পুলিশ বাহিনী ও বিচার বিভাগের প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত রাখা *।

† ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা। Guide to Socialism and Capitalism.

* Ibid.

ধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগীতার অধিকার বিদ্যমান থাকায় স্বল্প পুঁজিপতিগণ উৎপাদন ও অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেন। ক্রমে ক্রমে তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অল্প সংখ্যক পুঁজিপতির দল দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে এবং বৃহত্তর জনসংখ্যা মিল ও কারখানায় এবং চাষের জমিতে শ্রমিক ও কিষাণের কাজ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ক্রমশঃ বৃহদাকার উৎপাদন (Large scale production) ব্যবস্থা চালু হয় এবং ফ্যাকটরী ও মিলসমূহে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অভিনব উৎপাদন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। ইহার ফলে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে।

পুঁজিপতিদের সুবিধার্থে সুদের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিপতিগণ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। ইহারই ফলে পরবর্তী কালে যে রাষ্ট্রকাঠামো ও শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহা পুঁজিপতিদের স্বার্থের পরিপূরক। এরূপ রাষ্ট্র কাঠামোতে যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়িয়া উঠে তাহাই ধনতন্ত্রবাদ।

ধনতন্ত্রবাদের আদর্শ :— ধনতন্ত্রবাদের বিরাট সৌধ যে মৌলিক আদর্শকে ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে তাহা চরম বস্তুতন্ত্রবাদ (Absolute Materialism)। মানব জাতির সৃষ্টি তথা বিশ্ব সৃষ্টির পশ্চাতে স্রষ্টার এক মহান উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আমরা মনে করি যে, স্রষ্টার এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করিয়া তোলাই সমগ্র মানব জাতির পবিত্র কর্তব্য। মানব জাতির যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বুনিয়াদ গড়িয়া উঠিবে তাহার প্রধান লক্ষ্যই থাকিবে স্রষ্টার সৃষ্টির পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য আছে তাহা রূপায়িত করিয়া তোলা। একথা চিরন্তন সত্য যে, এই মহান উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া যাহারা জাতীয় বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিবেন তাহাদিগকে মানব জাতির বৃত্তের প্রয়োজনে (কোন কোন মুহূর্তে) ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু ধনতন্ত্রবাদী আদর্শে ব্যক্তিগত বা জাতীয় স্বার্থ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ত্যাগের কোন আদর্শই নাই; বিপরীতপক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই এই ব্যবস্থার প্রধান বস্তু। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় স্বার্থ স্থিরীকৃত হয়।

ধনতন্ত্রবাদের লক্ষ্য বস্তু :—ব্যক্তিকেন্দ্রীক স্বার্থই ইহার প্রধান লক্ষ্য বস্তু। এই কারণেই Laissez Faire Theory এর উৎপত্তি। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ Adams Smith ধনতন্ত্রীবাদীদের স্বার্থের পরিপোষক এক নূতন অর্থনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন; ইহাই Laissez Faire Theory নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক T. W. Riker এই সম্পর্কে বলেন, "Laissez Faire, as it came to be expounded involved two things. "Unfettered relations between seller and buyer and between employer and employee. No tarrif or any other artificial regulation should control the market. No action by state or workers organizations should be allowed to invade the principle of freedom of contract. The price of goods and the price of labour should follow simply the low of supply and demand. Fundamental among civic rights was that of owing property which must be broadly construed as the right of employing one's capital as one close, and it was the duty of the state to protect, not to interfere with this right".

Laissez Faire দ্বারা যাহা বুঝান হইয়াছে তাহা দুই বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট; ইহা বিক্রেতা ও ক্রেতা এবং নিয়োগকারী ও নিয়োজিত ব্যক্তির মধ্যে অবাধ সম্পর্ক। কোন বাণিজ্য-কর বা অন্যকোন কৃত্রিম আইন বাজারের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেনা। রাষ্ট্র বা শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যবস্থার দ্বারাই সম্পাদিত চুক্তির স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা চলিবেনা। উৎপাদিত বস্তুর মূল্য এবং শ্রমিকের মজুরি আমদানী এবং চাহিদার অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। নাগরিক অধিকার সমূহের মধ্যে প্রধানতম অধিকার হইতেছে সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত দখল। এই অধিকারের বিষয়টি উদারভাবে ব্যাখ্যা করিলে স্বীকৃত হয় যে, যেকোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা মত স্বীয় অর্থ-নিয়োগ করিতে পারে। এবং সরকারের কর্তব্য হইতেছে যে, এই অধিকার—রক্ষা করা এবং কোন রূপেই ইহাতে হস্তক্ষেপ না করা। ¶

উল্লিখিত মন্তব্য হইতে দুইটি বস্তু পাওয়া যাইতেছে; প্রথমতঃ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ইহার পরিণতি হইতেছে সম্পূর্ণ স্বাধীন বাণিজ্য অধিকার। দ্বিতীয়তঃ শিল্পক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার। এই অধিকারের বলে শিল্পপতিগণ তাহাদের খুশীমত শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারেন; এবং শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে কোন শক্তিই তাহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

ধনতন্ত্রবাদের স্বরূপ :

Adam Smith এর এই নীতি প্রচারিত হওয়ায় ধনতন্ত্রীদের বিশেষ সুবিধা হয় এবং তাহারা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইহা স্বীকৃত করাইয়া লয়। ইহার ফলে শিল্পপতি, মিল ও ফ্যাক্টরীর মালিকগণ দেশের প্রয়োজন ও শ্রমিকগণের স্বার্থের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু নিজেদের স্বার্থের ও সুবিধার উদ্দেশ্যেই মাল উৎপাদন করিতে থাকেন। প্রয়োজনের সহিত উৎপাদনের সামঞ্জস্য না থাকায় কোন সময়ে চাহিদা অপেক্ষা অনেক বেশী উৎপাদন হয় এবং উৎপাদিত মাল বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত মিল, ফ্যাক্টরী ইত্যাদি বন্ধ থাকে, ফলে শ্রমিকগণ বেকার হইয়া পড়ে। আবার কোন সময় চাহিদা অপেক্ষা কম মাল উৎপাদিত হইলে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যায়, ফলে জনসাধারণ দুর্ভোগ ভোগ করে।

ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার সহায়ক সুদের বিনিময়ে মূলধন বা অর্থ নিয়োগ প্রচলন। যাহারা নিজেদের মূলধন বা অর্থ কোনকিছুতে নিয়োগ করেননাই তাহারাই শিল্পপতি এবং মিল বা ফ্যাক্টরীর মালিকদিগকে তাহাদের মূলধন বা অর্থ নির্ধারিত সুদের বিনিময়ে প্রদান করিয়া থাকেন।

¶ A short History of Modern Europe. by T.W. Riker, page 423.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যিনি এই শর্তে মূলধন বা অর্থ গ্রহণ করেন তিনি সুদ-সহ মূলধন প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য থাকেন। ব্যবসার লাভ লোকসানের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। অর্থ নিয়োগকারী তাহার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সর্বস্বান্ত হইয়া গেলেও অর্থ প্রদানকারীকে তাহার পাওনা বুঝাইয়া দিতেই হইবে। এই ব্যবস্থায়ে অর্থশালী ব্যক্তি সর্বসময়েই কাজ না করিয়াই লাভবান হন, আর যিনি অর্থ কোন কার্যে নিয়োগ না করিয়া কাজ করিয়া যান তিনি কোন কোন সময়ে লাভবান না হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই বিধানটি সম্পূর্ণরূপে শোষণনীতি ও মানবতা-বিরোধী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ধনতন্ত্রবাদের পরিণতি :—

ধনতন্ত্রী ব্যবস্থায় শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ও সর্বপ্রকার সুযোগ বিদ্যমান থাকায় শিল্পপতিরা পর্যাপ্ত পরিমাণে মাল উৎপাদন করিয়া তাহা বিক্রির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাজার দখলের প্রতিযোগীতা আরম্ভ করে। ইহার ফলে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের শিল্পপতিগণের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। পরিণামে তাহাদের নিজ নিজ দেশের গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের ফলে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে এই যুদ্ধের সাময়িক সমাপ্তি ঘটে—প্রাচ্যদেশে পাশ্চাত্যের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায়। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহ পাশ্চাত্যের শোষণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রাচ্য দেশসমূহের কুটিরশিল্পগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়; আর ইহাদের কাঁচা মাল ইউরোপে আমদানী করিয়া সেখান হইতে ইহার দ্বারা শিল্পজাত দ্রব্য তৈয়ার করিয়া প্রাচ্য দেশে রপ্তানী করা হইতে থাকে।

ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার ফলে বৈদেশিক ক্ষেত্রে যেরূপ শোষণ চলিতে থাকে, স্বদেশেও সেইরূপ শোষণের ফলে ক্রমাগত অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করে। শ্রমিকগণ একতাবদ্ধ হইয়া ধনতন্ত্রীদের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। পরিণামে অবস্থার চাপে পড়িয়া পুঁজিবাদী সরকার শ্রমিকগণের কিছু কিছু দাবী মানিয়া লয়। সমস্ত দিন কাজ করার পরিবর্তে ৬ ঘণ্টা হইতে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত দৈনিক কার্যকাল নির্ধারিত হয়, শ্রমিকগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া আলোচনা ও তাহা কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার অধিকার দেওয়া হয়। তাহাদের জন্য জীবন-বীমার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কোন কোন স্থানে তাহাদের অসুখে বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

অন্যদিকে গণ-আন্দোলনের ফলে জাতীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখার প্রশ্ন বিশেষ ভাবে বিবেচিত হইতে থাকে। কালক্রমে জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে ধনতন্ত্রী দেশের কোন কোন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। সরকারের পক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রকার জাতি গঠনমূলক ও জনকল্যাণকর কাজের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রবাদের অনুসারীদের প্রবল আন্দোলন এবং বিভিন্ন দেশে এই আদর্শদ্বয়ের প্রতিষ্ঠার ফলে পুঁজিবাদী সরকার স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য। অন্যপক্ষে সাধারণ মানুষ জনগণের প্রতিনিধিরূপে সরকার গঠন করিবার অধিকার পাওয়াতে—তাহাদের হাতেই সরকারী নীতি নির্ধারণের সুযোগ আসে। এই সমস্ত কারণেই পুঁজিবাদী সরকারসমূহ নিজ নিজ দেশে শাসন ব্যাপারে জনকল্যাণকর নীতি (Social welfare) অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু বৈদেশিক নীতিতে তাহাদের মধ্যে সত্যকার জনকল্যাণকর মনোভাব ও প্রকৃত মানবতাবোধের সৃষ্টি হয়নাই। এই কারণেই জাতিপুঞ্জ পরিষদে চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক নির্যাতিত জাতি ও শোষিত দেশ তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

কমিউনিজম

ধনতন্ত্রবাদ সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত আলোচনার পর কমিউনিজম বা সমূহবাদ সম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি। কমিউনিজম কথাটি বর্তমানে বহুল প্রচলিত। প্রায় সমস্ত দেশেই কমিউনিজম সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম ধারণা বিদ্যমান। কেহ কেহ মনে করে যে, কমিউনিজম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি সাম্যব্যবস্থা, আর কেহ কেহ মনে করে যে, ইহা প্রগতিশীল, উন্নত ও সমৃদ্ধশালী সমাজব্যবস্থা। আর এক শ্রেণী

www.ahlehadeethbd.org

মোহাজির

এম, এ, কে, কাদিরী

(নজরুল ছন্দে)

আমি মোহাজির
আমি চির-অধীর
সর্ব-হারা
আমি বাস্তু ছাড়া
আমি নাঙ্গা শির
নতশির ঐ-জালেম অধিত্রীর
উঠে মোর ফরিয়াদ
শত কণ্ঠে আর্তনাদ
মাসুম বাচ্চার খুনে
রাঙ্গিয়ে দিয়েছে রণে
মম অভিশাপ ভেদিয়া উঠে বিশ্ব বিধাত্রীর বক্ষে
দিকে দিকে উঠে হায় হায়, আজিকে কে
করিবে রক্ষে।
আমি মোহাজির
আমি মহাবীর
দিয়া কোরবানী, গাহি ইসলামের জয়
হলো ধ্বংস, কাফিরের মুল্লুকে জাগে প্রলয়
আল্লার বান্দারে করো অপমান
আমরাও ছিলাম, তোমার বুকে বলিয়ান
আমি মোহাজির
শহীদের তপ্ত রুধীর
আমি নব বধুর বিরহ আকাশ
সন্তান হারা জননীর দীর্ঘশ্বাস
কর্মহীন বেকার জীবনের শেষ সমস্যা
মুমূর্ষ মুমূর্ষ মৃত্যু-যাত্রীর শেষ আশা
কে বলো তুমি, আমি মুসলমান
জানোনা তুমি, আমি ঐ মাটির সন্তান।
আমি মোহাজির
আমি নিঃস্ব অধীর
আমি বন্ধন হারা বীর মুজাহিদ
আমি মৃত্যুর আগে কতবার হয়েছি শহীদ
বিশ্ব মরুভূ'র বুকে আমার নাই কোন স্থান
আমার জীবনে বসন্ত হলো চির ম্লান
আমি ঝড়া শেফালির রুদ্রশ্বাস
আমি অতৃপ্ত বাসনার, তপ্ত বাতাস
আমি মোহাজির
সন্তান আমি বাঙালীর
আমি অক্ষর হাতের আশা
আমি প্রিয়ার প্রথম ভালবাসা
আমি অন্নহীন ক্ষুধিতের আঁখি নীর
আমি সান্ত্বনা, চির দুঃখিনীর
আমি শান্ত আকাশের কুজ্ঝটিকা
আমি শহীদের খুনে, স্মৃতি লিখা
আমি চির নিঃস্ব—অধীর
আমি মোহাজির।

মনে করে যে, ইহা আল্লাহ, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা এবং পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে মানুষের শাশ্বত চিরন্তন বিশ্বাস ও মতবাদ বলপূর্বক নষ্ট করিয়া নাস্তিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নূতন মতবাদ ও জীবনব্যবস্থা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সুবিধার্থে কমিউনিজম বিষয়টি মূলতঃ কি, ইহার গোড়ার কথা, ক্রম-বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং ধনতন্ত্রবাদ ও ইসলামের সহিত ইহার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকিলে তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

ইস্‌লামী অর্থনীতির গোড়ার কথা

আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ রিসার্চ স্কলার

আমি অর্থনীতির ছাত্র নই। অর্থনীতি কোন দিনই আমার পাঠ্য বিষয় ছিলনা। বর্তমান যুগে আধুনিক অর্থনীতিতে (Modern economy) যেসব নূতন নূতন পরিভাষা (Technical terms) আমদানী হয়েছে এবং যে সব আলোচনা এর মধ্যে স্থান অধিকার করে রয়েছে সেসব সম্বন্ধেও আমি বড় একটা ওয়াকেফহাল নই। এমতাবস্থায় অর্থনীতি সম্বন্ধীয় কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে অনধিকার চর্চারই শামিল। তবুও ফেকাহ শাস্ত্রে অর্থনীতি সম্বন্ধীয় যেসব অধ্যায় উল্লিখিত হয়েছে তারই সঙ্গে যে মোটামুটী পরিচয় লাভ করার সুযোগ হয়েছে তাকেই সম্বল করে এ দুর্গম পথের যাত্রায় পাড়ি দিয়েছি। অন্তরে এ ক্ষীণ আশা রয়েছে যে, হয়ত কোন শিক্ষিত যুবক আমার এ প্রদর্শিত পথে যাত্রা করে মন্‌যিলে মকসুদে পৌছ্‌তে সক্ষম হবে।

دادیــم ترا زگنــج مقصود نشان ـ

گــرما نرسیــدیم تــو شایــد برسی ـ

হাদীসশাস্ত্রের শতাধিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে ৬ খানা গ্রন্থ সিহাহ বা নির্ভুল উপাধি লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে তার প্রত্যেকটিতে এ হাদীসটী সন্নিবেশিত হয়েছে যে, আঁ-হযরত (দঃ) বলেছেন, "কেয়ামতের দিন চারটী প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাবদিহি না করা পর্যন্ত আল্লাহ কোন বান্দাকেই ছাড়বেননা"। এ'চারটী প্রশ্নের মধ্যে একটি বড় প্রশ্ন হল এই যে, আল্লাহ বান্দাকে তার ধন-সম্পত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন সে কি উপায়ে ধন অর্জন করেছিল عن مالـه من این اکتسبه আর কোন্ কোন্ স্থানে وفیم انفـقـه তা' ব্যয় করেছিল। (Sources of income & expenditure).

সত্যি বলতে কি ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদ উল্লিখিত দুটী জিনিষের—Sources of income & expenditure—উপরেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আব্বাসীয় খেলাফতের যুগে খলীফা হারুণ রশিদের ইঙ্গিতে তদানীন্তন কাযীউলকুযাত ইমাম আবু ইউসুফ "কিতাবুল খেরাজ" নামক ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধীয় যে অনুপম গ্রন্থখানা রচনা করেছিলেন তার শিরোনামায় তিনিও উল্লিখিত হাদীসটাই ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদ হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন।

জীবিকানির্বাহ সম্বন্ধীয় দুটী পরস্পর বিরোধী মতবাদ :—

একটু চিন্তা সহকারে কোরআনপাকের তেলাওয়াত কর্‌লে একথা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, মানব-ইতিহাসের আদিম যুগ হতে এমন একদল লোক চলে আস্‌ছে যারা অর্থের সঞ্চয় ও ব্যয়কে সর্বপ্রকার চারিত্রিক ও ধর্মীয় বাধাবন্ধন হতে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছে। তাদের মতে, "অর্থ সঞ্চয় করা চাই—সে যে কোন স্থানেই হউক"। অর্থনীতি সম্বন্ধীয় এ মতবাদ যে শুধুমাত্র লম্পট গোছের লোকেরাই পোষণ করে থাকে—এমন কথাও জোর করে বলা যায়না। এমনও দেখা গিয়েছে আর আজও দেখা যায় যে, বাহ্যদৃষ্টিতে যাঁরা দ্বীনদার, পরহেযগার ও ধর্মভীরু বলে মনে হন অর্থাৎ যাঁরা নমায, রোযা, হজ্জ, কুরবানী, দরুদ ও অযিফা ইত্যাদি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যথারীতি পালন করে থাকেন তাঁদেরও অনেকেই জীবিকার্জন বা অর্জিত ধন-সম্পদ ব্যয় করার সময় চারিত্রিক কিংবা ধর্মীয় কোন বাধা বন্ধন মেনে চল্‌তে রাজী নন। এ মতবাদের ধারক ও বাহকদের কথা কোরআনপাক হযরত শুআয়ব (আঃ) ও তাঁর কওমের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। হযরত শুআয়ব (আঃ) যখন তাঁর কওমের সামনে অর্থনীতির কয়েকটি ফর্মূলা পেশ করলেন তখন তাঁরা চীৎকার করে বলে উঠ্‌ল :—

কি হে শুআয়ব, তোমার নমায কি আমাদের বাপ দাদা কর্তৃক পুজিত قالوا یاشعیب اصلوتک

www.ahlehadeethbd.org

ঠাকুর দেবতাগুলির পূজা-অর্চনা হতে নিবৃত্ত করার আদেশ দেয় ? تأمرك ان نترك ما يعبد اباءنا او نفعل فى اموالنا ما نشاء

আর কি চমৎকার যে, তোমার নমায আমাদের বাহুবলে অর্জিত টাকা কড়ি কোথায় খরচ করব, না করব তারও মুরুব্বীয়ানা করবার নির্দেশ দেয় ? (ভাবার্থ)

এখানেই শেষ নয়। কওমে-শুআয়বের বড় বড় অর্থনীতিবিদরা তাঁর মুখে অর্থনীতির আলোচনা শুনে উপহাস করে বলেছিলেন :—তুমি ত' বেশ সিয়ানা ও তারীফরকম বলে! মনে انك انت الحليم الرشيد। হচ্ছে হে! এ'ত গেল জীবিকার্জন সম্বন্ধীয় বল্গাহীন মতবাদের পরিপোষকদের কথা। তাঁদের মতে জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধা নিষেধ আরোপ করা নিবুর্দ্ধিতারই নামান্তর মাত্র। পক্ষান্তরে, যখন যে কোন উপায়ে অর্থ সমাগমের সুযোগ উপস্থিত হয়, অত্যন্ত নিবুর্দ্ধিতা হবে যদি তার সদ্ব্যবহার করা না যায়। আর টাকা পয়সা হাতে থাকা সত্বেও যদি কেউ তার খুশী খেয়াল মত নিজের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে সক্ষম না হয় তাহলে তার মত বদ্‌নসিব আর কেউ নেই। উপরে উল্লিখিত কোরআনের আয়াত দুটীর প্রকাশভঙ্গি দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, এদের মতে ধর্ম নমায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানেরই নাম। ধর্ম একটা পবিত্র institution আর টাকা, পয়সা, আয় ব্যয়, হিসাব নিকাশ—এসব হল মহাজনী ও বেনিয়াতি কারবার, দুনিয়াদারীর আলাপ। ধর্মের মত পবিত্র অনুষ্ঠানের এসব দুন্‌য়াদারীর আলাপে নাক গোলান উচিত নয় তাই ত' তারা বলেছিল : "তবে কি তোমার নামায (ধর্ম) আমাদের ধন সম্পদ কি ভাবে ব্যয় করব, না করব সেসব বিষয় সম্বন্ধেও আলোচনা করে থাকে ?"

উপরে উল্লিখিত মতবাদের ঠিক বিপরীত আর একটা মতবাদ তারই পাশাপাশি প্রথম যুগ হতেই চলে আসছে। এ'দের মতে মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও কতকগুলি সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বাধা ও প্রতিবন্ধক থাকা একান্তভাবে অপরিহার্য যাতে করে মানবজীবনের এ'ক্ষেত্রটা উশৃঙ্খলতার হাতে জর্জরিত হয়ে আল্লাহর চির সুন্দর বসুন্ধরাকে নরককুণ্ডে পরিণত না করে। অন্ততঃ মৌখিকভাবে এ মতবাদের সংখ্যা কোন যুগেই কম ছিলনা আর আজও নেই। তাই ত' আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক সোসাইটিতে চুরি, ডাকাতি, ধোকাবাজী, লুণ্ঠন, খেয়ানত ইত্যাদি জীবিকার্জনের বিভিন্ন পন্থা ঘৃণাভরে পরিত্যক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, পবিত্র ইসলাম ধর্ম এ দ্বিতীয় মতবাদেরই সমর্থক।

হাদিসে উল্লিখিত من اين اكتسبه অর্থাৎ কোথা হতে ধন সঞ্চয় করলে (Sources of income) আর فيم انفقه অর্থাৎ কোথায় সঞ্চিত ধন খরচ করলে (Sources of expenditure) এ উভয় বিধ মসআলা সম্বন্ধে ইসলামে যেসব বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন আমাদের অর্থনীতিবিদ ফকিহগণ। তাঁদের বিস্তৃত আলোচনা (analysis) করে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহর অফুরন্ত সামগ্রীর যে বিপুল ভাণ্ডার আমরা দেখ্‌তে পাই তা' মোটামুটিভাবে চারিভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(১) এমন সব সামগ্রী বর্তমানে যার কোনই মালিক নাই আর কোন দিনই কেউ তার মালিক হতে পারেনা যেমন সমুদ্র, বড় বড় নদ-নদীর পানি, সূর্যের কিরণ ইত্যাদি।

(২) এমন সব সামগ্রী যার বর্তমানে কোন মালিক ত' নাই বটে কিন্তু তা' অধিকারে আসার পর (after possession) অধিকারকারী (Possessor) উহার মালিক হতে পারে যেমন "মাওয়াত" বা বেওয়ারীশ জমিন। (unclaimed land)

(৩) এমন সব সামগ্রী যা বর্তমানে ব্যক্তি বিশেষের অধিকারভুক্ত কিন্তু ইসলাম তাতে অন্যান্য মুসলমানদের অধিকার স্বীকার করে যেমন ব্যক্তিগত ভূমিতে অবস্থিত পুষ্করিণী, খাল বা কূপের পানি।

৪) এমন সব সামগ্রী যাতে ব্যক্তি বিশেষের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি উহার মালিক হতে ইচ্ছা করলে তাকে ইসলামের কতকগুলি নির্দেশিত আইন কানুনের (Rules & regulations) মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়—যেমন ব্যক্তি বিশেষের

www.ahlehadeethbd.org

পৈতৃক সম্পত্তি, তার ঘরবাড়ী ইত্যাদি।

১ নম্বরে বর্ণিত সামগ্রী সম্বন্ধে আঁ-হযরত (দঃ) বলেছেন, পানি, তৃণ الناس شركاء فى الماء والكلاء والنار (صحاح) এবং আগুনে সকল মানুষের সমানাধিকার রয়েছে।

১নং ও ২নং এ বর্ণিত সামগ্রী সম্বন্ধে যে খুটীনাটী ব্যাখ্যা রয়েছে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন পূর্ব-পাক জমঈয়তের সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী সাহেব তাঁর ইসলামী অর্থনীতির ক, খ, নামক ৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকায়। অতএব এখানে তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করছি।

এক্ষণে আমরা ২নং-এ উল্লিখিত সামগ্রী সম্বন্ধে মোটামুটী আলোচনা পাঠকবর্গের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব।

অনধিকৃত জমি পরিত্যক্ত (عادى) হোক (অর্থাৎ বহু পূর্বে যা কারও অধিকারভুক্ত ছিল কিন্তু এক্ষণে অধিকারের কোনই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা), অথবা মৃত (موات) হোক (অর্থাৎ যার কোন দিনই কেউ মালিক ছিলনা) তা' সাধারণতঃ ষ্টেটের সম্পত্তি বলে মনে করা হয়। এজন্যই দেখা যায় যে, এসব জমিতে পাহাড়ে অথবা জঙ্গলে ষ্টেটের আদেশ না নিয়ে কেউ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এসব জমির মালিক জনসাধারণ। অতএব তারা ষ্টেটকে কোনরূপ Royalty না দিয়েই তার মালিক হয়ে যেতে পারে। এসম্বন্ধে রসূলুল্লাহর (দঃ) ফরমান মুসলমানদের চিরন্তন পাট্টা স্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে যা, আবু দাউদ, তিরমিযী, মালেক প্রভৃতি প্রায় সব মুহাদ্দেসই বর্ণনা করেছেন। হযরত বলেছেন :— যেব্যক্তি কোন মৃতজমি من احيا ارضا ميتة فهى له আবাদ করে সে তাহার মালিক হয়ে যায়।

এ হাদীসকে ভিত্তি করে সমস্ত ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ একবাক্যে, স্বীকার করেছেন :— মৃত জমি عامة فقهاء الا مصار على ان الموات يملك بالاحياء আবাদকারীরই সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে। (مغنى ج٦ صفحه ١٧٧)

উপরে বর্ণিত মৃত জমির উভয় প্রকার অর্থাৎ عادى ও موات সম্বন্ধেই ঐ একই হুকুম প্রযোজ্য। এ উভয় প্রকার জমি সম্বন্ধে মুগ্‌নী নামক ফেকাহ-শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে :—

এমন সব জমি যা কোন-দিন কারও অধিকার-ভুক্ত হয়নি এবং যার উপরে বসতি স্থাপনের কোন নির্দেশও পাওয়া যায়-না—এ সব জমির মালিক হবে আবাদ-কারীরাই। এতে কোন ফকিহ্‌রই দ্বিমত নাই। অনুরূপভাবে এমন সব জমি যার উপরে বহু পুরাতন কালের নিদর্শন-সমূহ বিদ্যমান। যেমন রোমকদের স্মৃতিচিহ্ন বহনকারী ভূখণ্ড অথবা কওমে ছামুদের আবাসভূমিগুলি—এসব জমিরও মালিক হবে আবাদকারীরাই।

مالم يجر عليه ملك احد ولم يوجد فيه اثر عمارة فهذا يملك بالاحياء بغير خلاف بين القائلين بالاحياء - وكذالك مايوجد فيه آثار ملك قديم جاهلى كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوهم فهذا يملك بالاحياء

যেহেতু পরিত্যক্ত জমি সম্বন্ধে স্বাভাবিক ভাবে এ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, এসব জমির মালিক এখন বিদ্যমান না থাকলেও উহা কোন একদিন ব্যক্তি বিশেষের অধিকারভুক্ত ছিল তাই ইসলাম কাকেও উহার অধিকারী বলে স্বীকার করার অনুমতি দিতে পারেনা। এ সন্দেহ অপনোদনকল্পে আঁ হযরত (দঃ) তাঁর এ ফরমান (ordinance) জারী করেছিলেন :

পরিত্যক্ত জমি وعادى الارض لله ورسوله আল্লাহ এবং রসূলের। ثم هو بعد لكم অতঃপর হে মুসলিম সমাজ, উহা তোমাদেরই অধিকার-ভুক্ত। অর্থাৎ উক্ত জমীন আইন মোতাবেক ষ্টেটের হলেও মোহাম্মদী ordinance দ্বারা উহাকে মুসলিম-জনসাধারণের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এখানে একটী প্রশ্ন উঠে যে, যদি কোন জমি কিছুদিন পূর্বে কোন মুসলিম ব্যক্তি বিশেষের অধিকারভুক্ত ছিল। এক্ষণে মালিক নিরুদ্দেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হওয়ায় উহা অনাবাদিতে পরিণত হয়েছে। এমন জমিনও কি জনসাধারণের অধিকারভুক্ত হবে না যে ব্যক্তি উহা আবাদ করবে সেই তার মালিক হয়ে যাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। তবে ইমাম আবু হানিফা ও মালেক উহাকেও মৃত-জমির অন্তর্ভুক্ত করে উহাতে আবাদকারীর মালিকানা স্বত্ব স্বীকার করেছেন।

উক্ত প্রকার জমির انها تملك بالاحياء وهو مذهب ابى حنيفة ومالك মালিক আবাদকারীরাই। ইহাই ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেকের মযহব।

উপরে বর্ণিত আলোচনার সারাংশ হল এই যে, পরিত্যক্ত বা মৃত যাই হোক না কেন মুসলিম জনসাধারণের এবং যেকোন ব্যক্তি উহার মালিক হতে পারে। ইসলামী আইন অনুসারে এ অধিকারের মাত্র দুটী উপায় আছে। প্রথমটী জায়গীর ও দ্বিতীয়টী আবাদ।

জায়গীর :—ইসলামে হুকুমতকে এ অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, সে যাকে ইচ্ছা যতটুকু খুশী অনাবাদ জমি জায়গীর স্বরূপ দিতে পারে। স্বয়ং রিসালিত মাআব (দঃ) তাঁর বিভিন্ন সাহাবাকে এরূপ জায়গীর দিয়েছিলেন। আবু উবায়দ তাঁর "কিতাবুল আমওয়াল" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বহু এমন জায়গীরের উল্লেখ করেছেন যা আঁ হযরত (দঃ) স্বয়ং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাহাবাকে দিয়েছিলেন। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল খেরাজে" এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হাদিসটী উদ্ধৃত করেছেন :—

আঁ-হযরত (দঃ) اقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزنى مابين البحرو الصخر বিলাল বিন হারেছ মুযানীকে "সমুদ্র হতে পাহাড় পর্যন্ত" জায়গীর দান করেছিলেন।

"সমুদ্র হতে পাহাড়" কথাটী একটি প্রবাদবাক্য। একটী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বুঝাবার জন্য এ কথাটী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হুকুমত কি পরিমাণ জমি ব্যক্তি বিশেষকে জায়গীর স্বরূপ দিতে পারে তার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই—এ কথাটী প্রমাণ করার জন্য আমরা এ স্থলে বিলাল বিন হারেছ মুযনীর হাদিসটী উদ্ধৃত করলাম। এখানে এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, হুকুমত ব্যক্তিবিশেষকে জায়গীর দেওয়ার ফলে জায়গীরদার উক্ত জমি আবাদ করতঃ দখল না করা পর্যন্ত উহার মালিক হতে পারেনা। আল্লামা মকদিসী বলেছেন :—

যদি ইমাম কোন ব্যক্তিকে কোন মৃতজমি জায়গীর স্বরূপ দেয় তা' হলে সে উহার মালিক হয়না। তবে হ্যাঁ, সে ব্যক্তিই মালিক হওয়ার অগ্রাধিকারী।

فان اقطعه الامام شيئا من الموات لم يملك بذالك لكن يصير احق به

আল্লামা মাকদিসী তাঁর এ দাবীর প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন যে, আঁ-হযরত (দঃ) "আকীক" নামক স্থানে যে ভূখণ্ডটী উক্ত বিলাল বিন হারেছ মুযনীকে জায়গীর স্বরূপ দান করেছিলেন, বেলাল তাহা আবাদ করতে পারেন নি বলেই হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে জায়গীরের অধিকার হতে বঞ্চিত করেছিলেন। বেলাল যদি জায়গীরের ফলে উক্ত জমির মালিক হয়ে যেতেন তাহলে তাঁর কাছ থেকে ভূখণ্ডটী ফিরিয়ে নেওয়া জায়েয হত না।

যদি তিনি মালিক হতেন তবে তা' ফিরিয়ে নেওয়া আইন-বিগর্হিত হত।

لو ملك لم يجز استرجاعه

জায়গীরদারীর অর্থ :—জায়গীরদারীর যে অর্থ আমরা সাধারণতঃ বুঝি অর্থাৎ নিষ্কর জমি—ইস্‌লামী জায়গীরদারীর অর্থ তা' নয়। কতকগুলি মধ্যম শ্রেণী (Middle class) আর "জী হুজুর" দল গঠন করার উদ্দেশ্যে ইসলামে জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত জমির উপরে "খেরাজ" (Tax) বা "উশ্‌র" (Tithe) আয়ের দশমাংশ নির্দ্ধারিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। ইস্‌লামে জায়গীর প্রথার ব্যবস্থা শুধু এ জন্য রাখা হয়েছে যে, যেন জাতীয় দুর্দিনে জায়গীরদারদের নিকট হতে যথোপযুক্ত সাহায্যলাভ করা যায় যেমন বহিরশত্রু দ্বারা ষ্টেট আক্রান্ত হলে জায়গীরদারদের অধীনে রক্ষিত সৈন্য দ্বারা ষ্টেটের হেফাযত অথবা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাদের ধন ভাণ্ডার দিয়ে জনসাধারণের জঠোর জ্বালা নিবৃত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহ বর্তমান যুগের সামন্তবাদ বা Fudalism নয়।

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

খোশআমদেদ রামাযান

রমাযান "রময" ধাতু হইতে বুৎপন্ন। ইহার অর্থ জ্বালাইয়া দেওয়া। রামাযানের রোযা মানুষের পাপরাশিকে জ্বালাইয়া শোধন করিয়া লয় বলিয়াই এই মাস রামাযান নামে অভিহিত।

প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এক সংযম-স্নিগ্ধ-সমৃদ্ধ রজনীতে দিশাহারা মানুষের দিক দিশারীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল পবিত্র কোরআন।

নুযূলে কোরআনের বাহক ও ধারক হিসাবেই রামাযানের এই বৈশিষ্ট।

মুসলিম জাতিকে দুনিয়ার বুকে আত্মসম্মান লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহারা যে পাক কোরআনের ধারক ও বাহক হওয়ার যোগ্য তাহা প্রমাণ করিতে হইবে রমাযানের পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনের শোধন করিয়া। মানব মনকে পরিশোধন ও সমুন্নত করিবার জন্য প্রতি বৎসর শুভাগমন করিয়া থাকে পবিত্র রামাযান। তাই এবারও ধরাপৃষ্ঠে দাওয়াতে কোরআনীয়াকে প্রতিষ্ঠা করার উদাত্ত আহ্বান লইয়া উদিত হইয়াছে হেলালে রামাযান।

দুনিয়ার মুসলমান আজ কোরআনের আদর্শ ও শিক্ষা হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহাদের সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরক ও বিদ্আতের বীজাণু প্রবেশ করিয়া গোটা সমাজদেহকে পঙ্গু করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে আজ। অনৈসলামিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডকে ঘায়েল করিয়া ফেলিতেছে। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে ইসলামের শাশ্বত আদর্শকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, কোরআনী ব্যবস্থাকে পাকিস্তানের বুকে সফল ও সার্থক করিয়া তোলার জন্য চীরাচরিত প্রথায় এবারও রামাযানের সে ডাক আসিয়াছে। গোটা মুসলিম জাতিকে সে ডাকে সাড়া দিয়া ঈমানী সজীবতার পরিচয় দিতে হইবে আজ।

কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শকরূপে তওরাৎ, যবুর, ইঞ্জিল প্রভৃতি ঐশীগ্রন্থও নাযেল হইয়াছিল কিন্তু যে প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তদানীন্তন জনমণ্ডলী উল্লিখিত গ্রন্থরাজী লাভ করিবার গৌরব অর্জন করিয়াছিল—সেই প্রতিশ্রুতি ভংগের অভিযোগেই তাহারা আবার সেই গৌরব হইতে বঞ্চিতও হইয়াছিল। অথচ দুনিয়ার বুকে আল্লাহ বাণী প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামী জীবন-পদ্ধতির বাস্তব রূপায়নের উদ্দেশ্যে আর একটি জাতির প্রয়োজন ছিল। আর সেই প্রয়োজন মিটাইবার তাকীদে উম্মতে মোহাম্মদীয়া সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, ধন্য হইয়াছে, পূণ্য হইয়াছে ও মহিমান্বিত হইয়াছে। এইখানেই শেষ নয় উম্মতে মোহাম্মদিয়াকে তাঁহাদের সেই মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। পথ-ভোলা মানুষকে সেই দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই প্রতি বৎসর আসে রামাযানের ডাক—সে ডাকে আজ বিশ্ব মুসলিমকে সাড়া দিতে হইবে। আহলান ওয়া ছাহলান, মারহাবান্ ইয়া রামাযানাল মুবারক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মওলানা সাহেবের স্বাস্থ্য

জরা-ব্যাধি, অসুখ-বিসুখ মানুষের নিত্য সহচর। কথায় বলে, শরীরম্ ব্যধি মন্দিরম্। মানুষের শরীর জরা-ব্যাধির একটি ডিপো ছাড়া আর কিছুই নহে। তারপর মানুষ দৈনন্দিন কাজের চাপে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে অপারগ হইলে অতি সহজেই নানা ব্যাধির শিকার হইয়া পড়ে।

তর্জ্জুমানুল হাদীসের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন, —যে মনীষী কুফ্‌র ও বিদ্‌আতের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার জন্য পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে আহলে হাদীস আন্দোলনকে প্রাণচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন, যাহার ক্ষুরধার লিখনী এদেশে এক নূতন আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, যিনি নিজের ঘর-সংসার উপেক্ষা করিয়া দেশ ও জাতির সেবাকেই জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বাগ্মী প্রবর আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহিলকাফী আল কুরায়শী সাহেব অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ দীর্ঘদিন হইতে নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছেন।

সম্প্রতি তিনি জমঈয়তের একটানা কাজ, তদুপরি তর্জ্জুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাতের সম্পাদনায় অহরাত্রি পরিশ্রম করিয়া একেবারেই স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়েন। ফলে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে চিকিৎসার নিমিত্ত তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। হাসপাতালের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মন্তব্য করেন যে, অপারেশনই তাঁহার রোগের একমাত্র চিকিৎসা। তাই আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের ইচ্ছায় বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের সুযোগ্য সভাপতি আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী সাহেবের শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচার সাফল্যমণ্ডিত হইলেও তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল এবং তাঁহার অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ শংকা-মুক্ত নহে।

অসুখ বিসুখে মু'মেনদের শা'ফিউল আমরাযের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ঔষধ সেবন, অপারেশন, ইঞ্জেকশান প্রভৃতি ব্যবস্থা রোগমুক্তির উপলক্ষ হইলেও প্রকৃত রোগমুক্তি সর্বরোগহারী আল্লাহ পাকের হাতেই। সুতরাং মওলানার রোগমুক্ত-দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া আল্লাহ পাকের দরগায় মোনাজাত করিতে সকল মুসলমানের নিকট আমরা অনুরোধ করিতেছি। আমরাও তাঁহার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি।

নয়া শাসনতন্ত্র :—

বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী জাতির আস্থালাভ করার পরই পাক-প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান জাতির নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাহাদেরকে একটি সহজবোধ্য ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেন। শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হননাই বরং এই উদ্দেশ্যে তিনি এগার জন সদস্য বিশিষ্ট একটি শাসনতন্ত্র কমিশনও নিযুক্ত করিয়াছেন।

ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব এখন পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। সুতরাং শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নিয়মতান্ত্রিক অধিকার তাঁহার রহিয়াছে এবং সেই অধিকারের বলেই তিনি এই শাসনতন্ত্র কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন।

পাক-প্রেসিডেন্ট বলেন, জনসাধারণ এমন একটি শাসনতন্ত্র পাইবে যাহা হইবে সহজবোধ্য এবং যাহার মাধ্যমে জনসাধারণ খাঁটি মুসলমানের ন্যায় ইসলামী জীবন যাপন করিতে পারিবে। পাক-প্রেসিডেন্টের মুখনিঃসৃত বাণী পাকিস্তানীদের মনের নিভৃত কোণের জাগ্রত সুরের পূর্ণ অভিব্যক্তিই মাত্র। পাকিস্তান সংগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া আজ তেরটি বৎসর যাবৎ মুসলিম জনসাধারণ দেশের জন্য একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র দাবী করিয়া আসিয়াছে।

নয়া শাসনতন্ত্রকে ইসলাম-ভিত্তিক ও পাকিস্তান সংগ্রামের মৌলিক আদর্শ-কেন্দ্রিক করিয়া প্রণয়ন করিবার তীব্র আকাংখা যে পাক-প্রেসিডেন্ট পোষণ করিতেছেন—উহা তাঁহার উদার মনের আবেগপূর্ণ বর্ণনা হইতে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে।

পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্রে ইসলামী আদর্শ বিকাশের পূর্ণ সহায়ক এবং পাকিস্তান সংগ্রামের উদ্দেশ্যকে বাস্তব রূপদান করার দিকদিশারী।

মুসলমানদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উৎসমূল হইতেছে ইসলাম। আমাদের অতীতের আইন রচয়িতাদের একটু সুবুদ্ধি থাকিলে প্রত্যেকটি আইন প্রণয়নের পূর্বে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইসলামী আদর্শের সহিত ইহার কতটুকু সামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের রচিত আইন ইসলামী আদর্শের অনুকূল না প্রতিকূল তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিতেন। কিন্তু এই ধরণের কষ্ট স্বীকার করিতে প্রাক্তন গণপরিষদ সদস্যগণ সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত ছিলেননা। ফলে তাঁহাদের প্রণীত অনেক আইনই খোলাখুলী ইসলামী সংবিধানের চ্যালেঞ্জ করিয়াছে। ইসলামী মতবাদগুলির প্রতি তাহারা মুখ ভেংচাইতেও কসুর করেননাই এবং এইভাবে তাহারা ইসলামী আদর্শের প্রাণশক্তিকে গলা টিপিয়া হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছেন। যে উদ্দেশ্যে আইন রচিত হয় তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য পণ্ড হইতে বাধ্য হইয়াছে।

পাশ্চাত্য আইনের বদওলতেই আজ আমাদের সুখ শান্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, চতুর্দিকে বিশৃংখলা ও অনাচারের হিড়িক দেখা দিয়াছে। আমাদের নীতিনৈতিকতার মান ভাঙ্গিয়া খান খান করিয়া দিতেছে। একথা বিনা দ্বিধায় বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য আইনের মৌলিক বিধানগুলির সহিত আমাদের ধ্যানধারণার ক্ষীণ সম্পর্কও বিদ্যমান নাই। সুতরাং একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বিজাতীয় আইন প্রবর্তন করার অর্থ, সেই রাষ্ট্রের স্বকীয়তাকে শ্লো পয়জনের সাহায্যে ধীরে ধীরে হত্যা করার চেষ্টা। পাক-প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্র কমিশন নিয়োগ করিয়া তাহাদের প্রতি ইসলামী আইন প্রণয়নের যে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন—সেই পরিপ্রেক্ষিতেই যোগ্য কমিশন তাহাদের বিবেককে পরিচালনা করিবেন—এ-বিশ্বাস জনসাধারণের আছে।

নবনিযুক্ত কমিশন শীঘ্রই শাসনতন্ত্র রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন এই শুভ সংবাদে পাক-জনসাধারণ অত্যন্ত আশা ও উৎসাহ বোধ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইহাও আশা করিতেছে যে, পাকিস্তানে কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে শরয়ী শাসন প্রণয়ন ও প্রবর্তনের বহু-বিশ্রুত ও বহুকণ্ঠ পৌনঃ-পুনিকভাবে উচ্চারিত ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির প্রতি নবনিযুক্ত কমিশন নিশ্চয়ই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন।

আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :—

জনকল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিক-দিশারী হওয়াই আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র যেমন এদেশের জন্য উপকারী নহে তদ্রূপ পাশ্চাত্য আইনও পাকিস্তানের জন্য কল্যাণকর নহে। পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, পাকিস্তানের প্রাণ-শক্তি হইল ইসলাম এবং ইসলামী আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই পাকিস্তান আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। সুতরাং ইসলামী আইন ও শাসনতন্ত্র পাকিস্তানের জন্য যেমন কল্যাণকর হইবে পাশ্চাত্য আইন তদ্রূপ হইতে পারেনা বরং পাশ্চাত্য আইন পাকিস্তানী জনসাধারণকে অকল্যাণ ও পতনের দিকেই লইয়া যাইবে।

তারপর ইহাও একটি নির্মম সত্য যে, পৃথিবীর সর্বত্র আইনের সমন্বয় সাধন করিতে হইলে তাহা একমাত্র ইসলামী আইন দ্বারাই সম্ভব। ইহা শুধু আমাদের দাবী নহে বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, বিশ্বের সকল জাতির তুলনায় মুসলমান কল্যাণ ও শান্তির জন্য সমধিক আগ্রহান্বিত। যে দিন হইতে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ প্রবর্তিত হইয়াছে মুসলমান সেইদিন হইতেই পৃথিবীর বুকে মর্যাদার আসন হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে। নৈতিক পতন তাহাদের মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। আত্মম্ভরিতা, অহমিকা, বস্তুতান্ত্রিকতা তাহাদেরকে পাইয়া বসিয়াছে। নাস্তিকতা, ইল্‌হাদ ও লাদ্বীনির চরিত্রের দিক হইতে মুসলমান ছিল সমস্ত বিশ্বের অনুকরণীয় কিন্তু পাশ্চাত্য আইনের প্রভাবেই তারা আজ সর্বত্র অবহেলিত।

অতি লাভ ও অবৈধ মুনাফা নিন্দনীয় :—

অতি লাভ, অতিরিক্ত মুনাফা, চোরাবাজারী ইত্যাদি প্রতিরোধকল্পে সামরিক কর্তৃপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন—এবং তাঁহাদের সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছে। বলাবাহুল্য, যে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হইতে উল্লেখিত বিষয়গুলি সর্বদাই অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

মুনাফাখুরী ও অন্যায় সঞ্চয়ের প্রতিরোধ করাও আইনের একটি প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু অতীতের বিধান পরিষদ এই সমস্ত বিষয়গুলির প্রতি কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি প্রদান করেন নাই।

মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসনতন্ত্র ও আইনের প্রতি নযর করিলে মনে হয় সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজীবাদী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শক্তিপুঞ্জের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই যেন এই সমস্ত আইন রচনা করা হইয়াছে।

অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে মাদকদ্রব্য ও ব্যভিচার সম্বন্ধে কোন আইনগত বাধানিষেধ নাই। কিন্তু ইসলাম ইহাকে অলঙ্ঘনীয় স্বরে হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। বলিতে ঘৃণা হয় যে, পূর্বপাকিস্তানে অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ সরকার—ভোটের-জোরে তাহাও আইন সভায় পাশ করাইয়াছিল।

এদেশে এখনও আইন করিয়া ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তিকে বন্ধ করা হয়নাই। অথচ ইসলাম কোন সময়ই ইহার অনুমতি দেয়নাই।

পাকিস্তানী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি :—

যে আদর্শ ও লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া বিশ্বের মানচিত্রে পাকিস্তানের স্বতন্ত্র মানচিত্র চিহ্নিত করা হইয়াছে—সেই আদর্শবাদই হইবে পাকিস্তানী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি। বলাবাহুল্য যে, সে আদর্শ, লক্ষ্য ও কোরআনী আদর্শ এক ও অভিন্ন, সুতরাং এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া নবনিযুক্ত কমিশন নিজেদের কর্তব্যপথে অগ্রসর হইলেই তাঁহারা পূর্ণ সফলতা লাভ করিবেন। যে সকল মনীষীদের স্বপ্ন ও সাধনায় পাকিস্তান জন্মলাভ করিয়াছিল তাহাদের সে স্বপ্ন ও সাধনাকে, তাঁহাদের সে আরব্ধ কাজকে আমাদের সমাপ্ত করিতেই হইবে।

মরহুম ইকবালের স্বপ্ন, কায়েদে আযম ও কায়েদে মিল্লতের সাধনা এবং পাকিস্তান-সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী চিন্তানায়কগণের চিন্তাধারা যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে পাকিস্তানের কোন অর্থই আর বাকী থাকিবেনা।

পাকিস্তানের সুনিপুন শিল্পীগণ আজ কেহই আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া নাই কিন্তু তাঁহাদের সেই আদর্শ এবং ইসলামের নির্দেশ ও নীতি চিরন্তন, এই আদর্শের মৃত্যু নাই। সুতরাং পাকিস্তানকে তাঁহাদের নির্দেশিত পথে পরিচালনা করিয়া—গন্তব্য স্থানে পৌছাইতেই হইবে—তবেই পাকিস্তানের জন্য ত্যাগ ও সংগ্রাম—ইসলামী জীবনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আমাদের সফল হইবে।

অতীতের কথা :—

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে এখন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে চলিয়াছে। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথার পুনরাবৃত্তি করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া আমরা মনে করিনা।

পাক-ভারত আযাদী আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রতি যারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন—তাদের এত সহজেই ভুলিয়া যাওয়ার কথা নয় যে, দাদাভাই নওরজী গোখলে ও তিলকের সময় হইতে আরম্ভ।

গান্ধীজীর যুগ পর্যন্ত এদেশের মুসলমান সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সহিত সমানতালে পা ফেলিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে অতিষ্ঠ হইয়া মুসলমানদিগকে বাধ্য হইয়া তাহাদের ধর্ম ও কৃষ্টির নিরাপত্তার জন্য স্বতন্ত্র আবাসিক ভূমির দাবী করিতে হয়। গণদাবীর চাপে অবশেষে এই দাবী স্বীকৃত হয়।

যেহেতু মুসলমান একটা স্বতন্ত্র জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহাদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাদের তাহযীব তমদ্দুন সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন তাই তাহাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে—মুসলমান হিসাবেই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই দাবীতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই আজ আমাদের পাকিস্তানকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং পাক-শাসনতন্ত্রের যদি এই বৈশিষ্ট না থাকে তবে সকলই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

ফলেন পরিচীয়তেঃ

ফল দেখিয়াই বৃক্ষের পরিচয় হয় বটে কিন্তু অনেক সময় পত্রপল্লব দেখিয়াও বৃক্ষ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। বর্তমান কমিশন কিরূপ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন সে সম্বন্ধে পাক-প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান মোটামুটি আলোকপাত করিয়াছেন, এরপরও তাহারা কোন ধরণের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন তাহা পূর্বাহ্নেই বলা সম্ভব নয়। তবে বর্তমান কমিশনের পত্রপল্লব দেখিয়া জনসাধারণ অনেকটা আশান্বিত।

বিচারপতি জনাব শাহাবুদ্দিন অত্যন্ত পরিপক্ক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোক। দীর্ঘকাল হইতে আইন ও বিচার বিভাগের সহিত জড়িত রহিয়াছেন এবং বর্তমানে তিনি

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত। ইতি-পূর্বে এক সময়ে তিনি পূর্বপাকিস্তানের গবর্ণর পদেও বরিত ছিলেন। এই সুদক্ষ ও পরিপক্ক আইন বিশারদকে আইন কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে নিয়োগ করিয়া পাক-প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।

পাক-প্রেসিডেন্ট বলিয়াছিলেন যে, ইসলামী আদর্শকে শাসনতন্ত্রের মধ্যে রূপায়িত করা অত্যন্ত জটিল কাজ এতদসত্বেও চেষ্টার কোনপ্রকার ত্রুটি করা হইবেনা। ইসলামী আদর্শের শাসনতন্ত্রের মধ্যে রূপায়ন করা বাস্তবিকই যে অত্যন্ত জটিল কাজ তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। আর সেই জটিল কাজকে সহজ করিয়া তোলার নিমিত্তই হয়তো পাক-প্রেসিডেন্ট জনাব শাহাবুদ্দিনকে আলোচ্য কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। জনসাধারণ আশা করে যে, কমিশনের চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যকে পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই জটিল কাজকে সহজ করিয়া যোগ্যতার সহিত তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন।

ইসলামী গণতন্ত্র ও নীতিনৈতিকতার মান মানুষের সংখ্যা গণনা করিয়া স্থির করা সম্ভব নয়। পাকিস্তানে কোরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করিয়া শাসনতন্ত্র রচিত হইবে বলিয়া পাক-নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং পাক-প্রেসিডেন্টও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। দীর্ঘদিন পরে এদেশে আবার ইসলামী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এই প্রতিশ্রুতিতেই এদেশের জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতি ও জনগণের দাবীকে বর্তমান শাসনতন্ত্র কমিশন উপেক্ষা করিবেননা বলিয়াই জনসাধারণ অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন।

আমরা শাসনতন্ত্র কমিশনের সফলতা কামনা করি।

ধৃষ্টতা

সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ, তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট আবু রকিবা ও তাঁহার বশংবদ মুফতি মিলিয়া ফতওয়া জারী করিয়াছেন যে, দেশের উন্নয়নমূলক কাজের পরিপন্থী হইলে রামাযানের রোযা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এই ফতওয়া জারী করিয়া তাঁহারা আল্টা মডার্ণ প্রগতিপন্থীদের নিকট হইতে হাততালি ও বাহবা পাইবেন—ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহাদের অবিবেচনা প্রসূত ফতওয়া ইসলামী আদর্শবাদের মূলে কতটুকু আঘাত করিবে—তাহা ভাবিয়া দেখার অবসর তাঁহাদের আছে কি?

দেশের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে রামাযানের রোযার সম্পর্ক কতটুকু এবং কোন পর্যায়ে ও কি উপায়ে তাহা দেশ-সেবার পরিপন্থী হইতে পারে—তাহাও খুলিয়া বলার প্রয়োজন ছিল।

"তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের উপরও রোযা বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে"—ইহা কোরআনের নির্দেশ। যেসব অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা যাইতে পারে—তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্টের ফতওয়া সেসব অবস্থার পর্যায়ভুক্ত নহে।

মালয়ের মুসলমান এই ভ্রান্ত ফতওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং মুসলিম জাহানের সকল স্থান হইতেই ইহার প্রতিবাদ হওয়া উচিত। অন্যথায় সময়ের অপচয় মনে করিয়া নমায না পড়ার ফরমান আবার কবে জারী করিয়া বসিবেন, তাহা কে জানে!

তিউনিস-প্রেসিডেন্ট ও তথাকার মুফতি সাহেবের জানিয়া রাখা উচিত যে, কোন ধর্মীয় বিধান সম্বন্ধে ফতওয়া প্রদান করা কোন দেশ বিশেষের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নহে, ইহা মুসলিম জাহানের আন্তর্জাতিক ব্যাপার।

সুতরাং ধর্মীয় বিধান সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিতে হইলে ইহাতে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এ যুগের মানুষ যুক্তিবাদী, তাঁহারা যে কোন মন্তব্যকে যুক্তির মাপকাঠিতে যাচাই করিয়া লইতে অভ্যস্ত। দুনিয়ার মানুষের যুক্তিতে তিউনিস-প্রেসিডেন্টের ফতওয়া যেন হাওয়ার মতই উড়িয়া যাইতেছে।

www.ahlehadeethbd.org